2008

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ❑ ১৩-১৫ তম সংখ্যা

১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ ঈসাব্দ

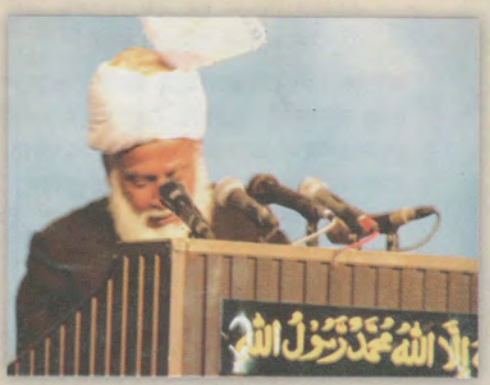

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

শামায়েলে আহমদ

কেউ তাকে মনঃকষ্ট দিবেন না!

হযরত শেখ ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব (রাঃ) লিখেছেন ঃ "একবার বেগোয়াল রাজ্যের কপুরথলা থেকে এক লগ্নী ব্যবসায়ী তার কোন প্রিয় ব্যক্তির চিকিৎসার জন্যে আসলেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) জানতে পারলেন। তিনি তখনই তার থাকা ও খাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা করলেন। আর খুবই প্রীতি ও ভালবাসার সাথে তার রুগীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এ-ও উল্লেখ করেন, শিখদের যুগে আমাদের বুযুর্গদের একবার বেগোয়াল যেতে হয়েছিলো, আমাদের ওপরে এ গ্রামের অধিকার রয়েছে। এর পরেও যদি সেখান থেকে কেউ আসতেন তখন তিনি তাদের সাথে বিশেষভাবে খুব ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন।

একবার মৌলভী আব্দুল হাকীম কাদিয়ান আসলেন। তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সেই মৌলভী, যিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে মুবাহাসা করেছিলেন আর এ মুবাহাসার কাগজ-পত্র নিয়েই চলে গিয়েছিলেন। তিনি কাদিয়ান আসলেন। হযরত সাহেব (আঃ) জানতে পারলেন। হযরত নওয়াব সাহেব কাদিয়ানে নিজের বাড়ী তৈরী করেছিলেন। তখন তা কাঁচা ছিলো। এর এক উত্তম কামরায় তাকে থাকতে দেয়া হলো। তিনি (আঃ) সবদিক থেকে তার খাতির-যত্ন করার আদেশ দিলেন আর এ-ও নির্দেশ দিলেন, কোন ব্যক্তি তার সাথে এমন সব কথা না বলে যাতে তার মনঃকষ্টের কারণ হয়। যেহেতু তিনি বিরুদ্ধবাদী এমন কথাও যদি তিনি বলেন যা অন্তরে দুঃখ-বেদনা সৃষ্টি করে তাহলেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। অতএব তিনি অবস্থান করলেন। ফেব্রুয়ারী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লাহোর যে মুবাহাসা হয়েছিলো তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আর আমি জানতাম, এ মুবাহাসার কাগজ-পত্র তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে ফেরৎ দেন নি। আমি মৌলভী সাহেবকে বল্লাম, জনাব, আমি আপনাকে অনেক খোঁজা-খুজি করেছি। আপনার কাছে মুবাহাসার সেই কাগজ-পত্র রয়েছে। দয়া করে সেগুলো আমাকে দিয়ে দিন। আপনার তো এর কোন দরকার নেই। আপনার কাগজ-পত্র যদি না-ও দেন তথাপি হযরত সাহেবের কাগজ-পত্র অবশ্যই দিয়ে দিন।

মৌলভী আব্দুল হাকীম সাহেব মনে করেছিলেন সম্ভবত আর কেউ এ বিষয়ে জানে না এবং হযরত সাহেব তো এ মুবাহাসার উল্লেখ করতেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন যেন তিনি লজ্জিত না হন, বরং উত্তম আচরণ ও মানবতার উত্তম ব্যবহার করতে থাকলেন। মৌলভী সাহেব মুবাহাসা করার জন্যে খুব উদ্দীপনা নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজ অবস্থানস্থলে খুবই বিরোধিতা করতেন এবং বেশ উৎসাহের সাথেই করতেন। আমরা তার বিরোধিতার কথা শুনতাম এবং যেভাবে আদেশ ছিলো আমরা খুবই আদব ও ভালবাসার সাথে তার খাতির-যত্ন করতাম। শেষে আমি তার কাছে লাহোরের মুবাহাসার কাজ-পত্র চাইলে তিনি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন এবং অঙ্গীকার করলেন, গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন। তার সাথেই এ মুবাহাসার কাগজ-পত্রের কথা শেষ হয়ে যায়; এতদসত্ত্বেও যে, তিনি বিরোধিতা করার জন্যে আসেন এবং বিরোধিতা করতে থাকেন; কিন্তু হযরত আকদসের মেহমান হওয়ার কারণে তার সম্মান ও খাতির-যত্নের ব্যাপারে আমাদেরকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন আর সবাই তা পালন করেছিলেন। তিনি কোন মুবাহাসার কথা তো বল্লেনই না বরং চুপ করে চলে গেলেন। [সীরাতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ), পৃষ্ঠা ১৬০]

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ১৩-১৫তম সংখ্যা

৩ ফাল্গুন ১৪১০ বঙ্গাব্দ ২৩ যিলহাজ্জ ১৪২৪ হিঃ কাঃ
১৫ তবলীগ ১৩৮৩ হিঃ শাঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে ৮ 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
ন, ন, মোহাম্মদ সালেক	-	কানাডা
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	-	অষ্ট্রেলিয়া
সৈয়্যদ মোহাম্মদ রেজা শাকিল	-	ফ্রান্স

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া -এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ হাজার বছর ধরে একটি শান্তির আবাস। তবুও মাঝে মাঝে অশান্তির শুকুনিরা হানা দিয়ে তছনছ করতে চায় এদেশের মানুষের সুখের আবাস, সুখের সমাজ। এখানে বাস করে আবহমান বাংলার কোলে লালিত গারো, ভীল, সাওতাল, বাঙ্গালী, পাহাড়ী। আবার এক একটি সমাজ ধর্মীয় গোত্রগত ভাবে ও আলাদা আলাদাভাবে বাস করছে পরস্পর শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান নিয়ে। অন্তত ধর্মীয় দিক থেকে এই বাংলায় মানুষে মানুষে হানাহানি প্রায় ছিল না বললেই চলে। খুবই কম ঘটনা আছে যে, ধর্মের কারণে কোন হানাহানি ঘটেছে এখানে। ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, যেসব হানাহানি ধর্মের কারণে হয়েছে বা ধর্মীয় হানাহানি বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান এর গড়মিলের কারণেই উদ্ভুত। স্থানীয় কোন অধার্মিক ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে অথবা অতিরিক্ত লোভ-লালসার কারণে তিনি অন্য কোন ব্যক্তি বা ছোট কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ধর্মীয়ভাবে হেয় বা সমাজচ্যুত বা নিগৃহীত করার পন্থা বের করেছেন। এভাবে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থে ধর্মের অপব্যবহারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত খুঁজলে পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাঙালী মন ও মানসিকতা কোনভাবেই ধর্মীয় কারণে উগ্রতা প্রদর্শনে বা অন্যদের উপর যুলুম নির্যাতনে সম্মত হয় না। ফলে এর হোতা ও ধারকদেরকে একদল ধর্মান্ধ মানুষ তৈরী করতে হয়। সেই ধর্মান্ধ ব্যক্তির সংখ্যাও বাংলাদেশে অল্প। আপামর জনসাধারণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। এদেশের ধর্মপ্রিয় জনসাধারণ কখনই তাদের পসন্দ করে নি। কিন্তু তারা টিকে আছে শুধুমাত্র পেশীশক্তি ও সন্ত্রাসের জোরে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও পেশীশক্তি ব্যবহার করে যারা নির্যাতন চালাচ্ছে এদেশের আপামর ধর্মভীরু ও শিক্ষিত জনসাধারণ তাদের এ কার্যকলাপকে সমর্থন করে নি। তাই পত্র-পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে সমস্ত বিবেকবান ব্যক্তি প্রতিবাদ জানিয়েছেন ও জানাচ্ছেন। আমরা আপামর জনসাধারণ ও সেসব ব্যক্তিদের কাছে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তারা যেভাবে বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিবেককে তুলে ধরেছেন তাতে ভবিষ্যতে এদেশে কোন সাম্প্রদায়িক শক্তি হানাহানি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে কোন অন্যায় ফায়দা হাসিল করার সাহস পাবে না বলেই আমরা মনে করি।

আমাদের দেশের মুসলমান ভাইয়েরা কেউ নিজেদেরকে আলাদা আলাদা মুসলমান গোত্রে ভাগ করেন নি। শিয়া, সুন্নী, দেওবন্দী, বেরেলভী, ওহাবী বা অন্য শত শত ফেরকা যারা তৈরী করেছেন তারা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থেই করেছেন। জনসাধারণ তা কখনই পসন্দ করে না। তারা এক আল্লাহ্, এক কুরআন, এক ইসলামে বিশ্বাসী। এক শ্রেণীর আলেম তাদেরকে বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত করে রেখেছেন।

কিন্তু ইসলামের বিজয় কোন ফেরকার মাধ্যমে হবে না। রসূল (সঃ) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামের বিজয় হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমেই হবে। জনসাধারণকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর কাছে বয়াত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতে অন্তর্ভুক্তির আহ্বান চলতেই থাকবে যতদিন না সারা বিশ্বে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করে।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন শরীফ ঃ সূরা আনফাল - ৮	ঃ	৩
হাদীস শরীফ ঃ ধৈর্য	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩-৪
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ আজিম উদ্দীন	৪
জুমুআর খুতবা ঃ ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫-১০
জুমুআর খুতবা ঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশই প্রতিদান বলে গণ্য হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১১-১৬
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁঃ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১৭-১৮
যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৯
একটি সৎ উপদেশ	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	২০-২২
ছোটদের পাতা ঃ এসো কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৩
একটি সাক্ষাৎকার	ঃ জনাব এন, এ, শামীম আহমদ	২৪-২৫
কবিতা	ঃ	২৬
সংবাদ	ঃ	২৭-২৮

প্রচ্ছদ ঃ বাংলাদেশের ৮০তম ন্যাশনাল সালানা জলসা

আমাদের খোদা প্রবল পরাক্রমের অধিকারী

কালামুল ইমাম

"সেই খোদা অতি বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জগৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্তপেষণ করে, কিন্তু খোদা যিনি তাহাদের বন্ধু, তাহাদিগকে তিনি প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। কি সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না! আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস আনিয়াছি। আমরা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি। ...

কিন্তু তুমি যখন দোয়া করিবার জন্য দন্ডায়মান হও, তখন তোমাকে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তোমার খোদা সর্ববিষয়েই শক্তিমান। এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করিলেই তোমার প্রার্থনা গৃহীত হইবে এবং তুমি খোদাতাআলার মহাশক্তির বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দর্শন করিবে যেরূপ আমি দর্শন করিয়াছি। আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি, কাহিনীস্বরূপ নয়। সেই ব্যক্তির প্রার্থনা কিরূপে গৃহীত হইতে পারে, যে খোদাকে সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে না? মহাবিপদের সময় সেই ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার সাহসই বা কিরূপে হইতে পারে, যে প্রার্থনার দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করাকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করে? কিন্তু হে সৎ হৃদয় ব্যক্তিগণ! তোমরা কখনও এরূপ করিও না। তোমাদের খোদা এরূপ এক-অদ্বিতীয় খোদা, যিনি আকাশে অগণিত তারকারাজি স্তম্ভ ব্যতিরেকেই ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, যিনি পৃথিবীকে ও আকাশকে নিঃসত্তা অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি মনে কর যে, তিনি তোমার কার্যসাধন করিতে অক্ষম হইবেন। কখনও নহে, বরং তোমার অবিশ্বাসই তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু সেই ব্যক্তিই মাত্র তাঁহার আশ্চর্য লীলা দর্শন করিতে পারে, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি তাঁহার আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না।

কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে আজও জানে না যে তাহার এরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারী পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে হয় তবু ইহা করা উচিত। .....

খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল স্তম্ভ

তোমারা যদি খোদার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকিবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন। তোমরা শত্রু হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু খোদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও অবগত নহ যে, তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী। তোমরা যদি অবগত থাকিতে তবে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হইতে না। যে ব্যক্তির নিকট ধনের আকর রহিয়াছে, সে কি কখনও একটি পয়সা নষ্ট হইলে তজ্জন্য বিলাপ বা চীৎকার করিয়া মরে? সুতরাং তোমরা এই ধনভান্ডার সম্বন্ধে যদি জ্ঞাত থাকিতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবেন, তবে সংসারের জন্য তোমরা এরূপ আত্মহারা হইতে না। খোদা এক প্রিয় সম্পদ, তোমরা তাঁহার সমাদর কর। প্রত্যেক পদে পদে তিনিই তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কোন কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ এবং প্রচেষ্টা কিছুই নহে। ....."

(আমাদের শিক্ষা পুস্তক থেকে)

সূরা আল্ আন্‌ফাল- ৮

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। যারা অস্বীকার করেছে তুমি তাদেরকে বল, 'তারা বিরত হলে অতীতে যা (অর্থাৎ অপরাধ) হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে; কিন্তু তারা (অপরাধের) পুনরাবৃত্তি করলে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (তোমাদের সামনে) রয়েছেই।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক ততক্ষণ যতক্ষণ নৈরাজ্যের লেশমাত্র না থাকে এবং ধর্ম-কর্ম সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে নিবেদিত না হয়।[১১২০] তবে তারা বিরত হলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কৃত কর্মের সূক্ষ্ম দ্রষ্টা।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤١﴾

৪১। আর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে,[১১২১] তোমরা জেনো নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক, তিনি কত উত্তম অভিভাবক, আর কত উত্তম সাহায্যকারী!

১১১৯। এ উক্তির মাঝে এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাফিররা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছিল তা তাদের জন্য মনস্তাপ ও কষ্টের কারণ হবে, কেননা ইসলাম ধর্মকে বিনষ্ট করবার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এবং তাদের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করে এর উন্নতিকল্পে এ সম্পদ ব্যয় করবে।

১১২০। মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করে যেতে হুকুম দেয়া হয়েছিল, যে পর্যন্ত না ধর্মের নামে নির্যাতন বন্ধ হয় এবং মানুষ তার পসন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালন করতে স্বাধীনতা পায়। নিঃসন্দেহে ইসলাম বিবেকের স্বাধীনতার সর্বোত্তম সমর্থনকারী (২ঃ১৯৪)

১১২১। এর মর্মার্থ-তারা যদি তাদের প্রতি শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরায় বিরোধিতা আরম্ভ করে।

হাদীস শরীফ

ধৈর্য

হাদীস ঃ

আবূ আব্দুল্লাহ্ খাব্বাব ইবনে ইরত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট মক্কার কাফিরদের বিরোধিতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি তখন মাথার নীচে চাদর রেখে কা'বার ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চান না? আর আমাদের জন্য দোয়াও করেন না? তিনি (সঃ) বললেন, তোমাদের আগের যুগের মানুষকে ধরে নিয়ে গর্ত করে তাতে দাঁড় করানো হতো। এরপর করাত এনে তার মাথার উপর রাখা হত এবং তাকে দু'টুকরো করে দেয়া হ'ত। কাউকে লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরের মাংস আঁচড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হ'ত। তবুও তাদের দীন থেকে কোন কিছু তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। আল্লাহ্‌র শপথ! এ দীনকে পূর্ণভাবে তিনিই কায়েম করবেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

কুরআনের বাণী ও হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর হাদীস হ'তে জানা যায় মু'মিনের জীবনে পরীক্ষা আসে। আর এ পরীক্ষা খোদা মু'মিনদের ঈমান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটানোর জন্য নিয়ে থাকেন।

পৃথিবীতে যত নবী আবির্ভূত হয়েছেন বা যে কেউই খোদার পক্ষ হ'তে হবার দাবী করেছেন তাঁদের সাথে সমসাময়িক লোকেরা দুর্ব্যবহার করেছে, যুলুম ও নির্যাতনের প্রতিটি পন্থা অবলম্বন করে তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে। কিন্তু খোদাতাআলা পার্থিব জগতের সকল বাধা-বিপত্তিকে চূরমার করে তাঁর প্রিয়দের জয়যুক্ত করেছেন। এমনকি দু' জাহানের বাদশাহ্ খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ধৈর্যের প্রতীক হয়ে দেখিয়ে গেছেন কিভাবে চরম নির্যাতনেও ধৈর্য ধারণ করতে হয়। ধৈর্যের ফল লাভের জন্য দোয়া আবশ্যক। দোয়া ছাড়া ধৈর্য ধরাও সম্ভব নয় এবং ধৈর্যের ফল পাওয়াও সম্ভব নয়।

এ যুগে হযরত নবী করীম (সঃ)-এর গোলাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর সুন্নতের উপর আমল করা ছাড়া সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

তিনি (আঃ) বলেছেন ঃ

"শত্রু যখন বিরোধিতায় বেড়ে গেছে তখন আমি আমার গোপন বন্ধু (আল্লাহ্‌র) মাঝে আশ্রয় নিয়েছি।"

তিনি (আঃ) আরো বলেন,

"গালমন্দ শুনে দোয়া দিও কষ্ট পেয়ে আরাম পৌঁছিও।"

বর্তমান অবস্থাতে আমাদের করণীয় হলো হযরত নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্য কামনা করা।

এ ছাড়া হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'ইমাম ঢালস্বরূপ। তাঁর পিছনে থেকেই যুদ্ধ করা যায়।' আজ আমাদের ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) যা নির্দেশ দিচ্ছেন এর উপর আমল করা অত্যাবশ্যকীয়। তাঁর নির্দেশ পালনেই আমাদের জীবন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সকলেই দোয়ায় মগ্ন হয়ে যাই। দোয়ার মাধ্যমেই সব কিছু হবে।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'দুনিয়া তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না যদি আকাশের সাথে তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। ... তোমাদের পার্থিব সম্মান যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে খোদা তোমাদেরকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করবে। অতএব তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করো না। তোমাদের

অবশ্য দুঃখ দেয়া হবে এবং অনেক আশা থেকে তোমাদেরকে নিরাশ করা হবে। সুতরাং এ অবস্থায় তোমরা দুঃখিত হয়ো না কেননা তোমাদের খোদা তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, তোমরা তাঁর পথে অবিচল আছো কিনা। তোমরা যদি চাও আকাশে ফিরিশ্‌তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তাহলে মার খেয়েও তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে। গালমন্দ শুনেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর বিফলতা দেখেও আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। তোমরা আল্লাহ্‌র শেষ জামাত। সুতরাং তোমরা সেই নেক আমল প্রদর্শন কর যার উৎকর্ষ চরম পর্যায়ে পৌছেছে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ - ২৭ পৃঃ)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে সুন্নতে রসূলের (সঃ) উপর আমল করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

২২তম কিস্তি

মুসলমানদের যারা খোদার এ পূর্ণ সৌন্দর্য ও উপকার অস্বীকার করে, তাঁর সৃষ্ট-বস্তুতে তাঁর বিশেষ গুণ আরোপিত করে খোদার একত্বে সন্দেহ জন্মায় (১) তাঁর একত্ব, সৌন্দর্য, জ্যোতির বিনিময়ে অপরের সাথে অংশীদার নির্ধারণ করে গ্রহণ করে তারাই সর্বাপেক্ষা অধম। তারা হযরত (সঃ)-এর অনন্ত জ্যোতিকে তাদের জন্যে সীমাবদ্ধ মনে করে, যেন (খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি) হযরত জ্বলন্ত প্রদীপ নন, তিনিও যেন নির্বাপিত প্রদীপ, তাঁর থেকে অন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়া যেন অসম্ভব। মূসা নবী জ্বলন্ত প্রদীপ, তাঁকে অনুসরণ করে শত শত লোক পয়গম্বর হয়েছেন, ঈসা মসীহ্ তাঁকেই অনুসরণ করে তওরাত কিতাবের আদেশ মেনে মূসার শরীয়তের জোয়াল কাঁধে বয়ে নবুওয়তের পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে অনুসরণ করে কেউই আধ্যাত্মিক পুরস্কারের যোগ্য হ'ল না। একদিকে- **মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিমমির রিজালিকুম** আয়াতানুসারে তাঁর দৈহিক স্মৃতি ও বংশ রক্ষার জন্য কোন পুত্র সন্তান নেই; অপরদিকে আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের পূর্ণগুণ- রাজি (রূহানী কামালত)-এর ওয়ারিশ হবার উপযুক্ত কোন আধ্যাত্মিক সন্তানও তাঁর ভাগ্যে জুটল না এবং খোদাতাআলার কালাম- **ওয়া লাকির রসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্‌নাবীঈন**- অর্থ শূন্য হ'ল। আরবী ভাষায় 'লাকিন' শব্দ 'ইস্তিদরাক' -এর জন্য ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যে বিষয় পূর্বে লাভ করতে পারা যায় না তা-ই লাভ করার সংবাদ অন্য উপায়ে বলে দেয়া হয়। তদনুসারে উক্ত আয়াতের অর্থ এই যে, হযরতের দৈহিক পুত্র সন্তান কেউই নেই কিন্তু তাঁর বহু আধ্যাত্মিক পুত্র জন্মিবে, আর তিনি নবীদের মোহর হলেন অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোন পূর্ণগুণ বা কামালই তাঁর অনুসরণের ছাপ (মোহর) ছাড়া কেউ লাভ করতে সমর্থ হবে না (চলবে)।

(১) মুসলমানগণ, বিশেষতঃ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা, তৌহীদ বা একত্ববাদের বড়ই উচ্চ দাবী করত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এটা এখন উট ছন্ না আওর মচ্ছন্ন গিল্না, (বব্বাড়ম্বে লঘুক্রিয়া) এ প্রবাদ বাক্য তাদের ওপর প্রযোজ্য হয়েছে। আচ্ছা এমন লোকদিগকে কি একত্ববাদী বলতে পারি, যারা এক দিকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদাতাআলার মত এক ও অদ্বিতীয় মনে করে শুধু তিনিই জড়দেহে আকাশে (স্বর্গে) গিয়েছেন, শুধু তিনিই কোন কালে জড়দেহে ভূতলে অবতীর্ণ হবেন, শুধু তিনিই পক্ষী সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের নবী (আঃ)-কে কাফিরগণ বারংবার শপথ করে বলছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল তুমি জড়দেহে আকাশে উঠে দেখাও তা হলে আমরা এখনই ঈমান আনব, তাদেরকে উত্তর দেয়া হয়েছে যে,- **ক্বুল সোব্‌হানা রব্বি হাল্ কুন্‌তু ইল্লা বাশারার রসূলা** - অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও, আমার খোদা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হতে পরম পবিত্র এবং তাঁর বাণী অনুসারেই তিনি জড়দেহে আকাশে যেতে পারেন না। কেননা, এ কর্ম খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতির প্রতিকূল। তিনি (কুরআনে) বলেছেন- **ফীহা তাহ্‌ইয়াওনা ও ফীহা তামূতুনা ও লাকুম ফিল আরদে মুস্তাকাররুন** অতএব আমরা কি মনে করব যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেবার সময় খোদাতাআলা আপন অঙ্গীকার ভুলে গিয়েছিলেন অথবা মনে করব ঈসা মানুষ ছিলেন না? যীশু যদি জড়দেহে স্বর্গারোহণ করে থাকেন তবে কুরআনে বর্ণিত নীতি অনুসারে এটাই সুসিদ্ধ হয় যে, যীশু খ্রীষ্ট মানুষ ছিলেন না। আবার এ মুসলমান হবার দাবীকারকগণ দজ্জালের এমনসব গুণ বর্ণনা করে, যদ্বারা সে একেবারে স্বয়ং পরমেশ্বর হয়ে পড়ে। হায়, এই কি একত্ববাদ, এই ধর্মপরায়ণতার দাবী!

অনুবাদ - **মোহাম্মদ আজিম উদ্দীন**
চলিতকরণ ও সম্পাদনা - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা

[সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক
৯ জানুয়ারী, ২০০৪ইং তারিখে মসজিদ বয়তুল ফুতূহ্, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের ৯৩তম আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

অতঃপর হুযূর বলেন ঃ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক জারীকৃত বড় দু'টি তাহ্রীকের অন্যতম হচ্ছে 'ওয়াক্ফে জাদীদ'। ১লা জানুয়ারী থেকে এর বছর আরম্ভ হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর তারিখে শেষ হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক ১৯৫৭ইং সালে জারীকৃত এ তাহরীক প্রধানত ভারত ও বাংলাদেশ সহ পাকিস্তানের জামাতগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ১৯৮৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) সমগ্র বিশ্বের জামাতের জন্য একে জারী করেন। বহির্বিশ্বের জামাতসমূহও এরপর থেকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে এবং আর্থিক কুরবানীর (প্রশংসনীয়) দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

ইতঃপূর্বে একটি জুমুআ গত হয়েছে। যাতে ওয়াক্ফে জাদীদখাতে আর্থিক কুরবানী ইত্যাদির সমীক্ষা উপস্থাপন করা যায় নি। কেননা কেন্দ্রে বিভিন্ন দেশ থেকে (জামাতসমূহের) রিপোর্ট এসে পৌছায় নি। কাজেই গেল জুমুআয় উক্ত সমীক্ষা সহ ওয়াক্ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করা সম্ভবপর হয় নি। তবে আজ এর ঘোষণার পূর্বে আমি আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে কিছু (অর্থাৎ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য) বর্ণনা করব। এ প্রসঙ্গেই শুরুতে পঠিত আয়াতটিতে আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ (অর্থঃ) তোমরা কখনও প্রকৃতপুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা যা ভালবাস তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এবং তোমরা যা-ই ব্যয় কর, সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।' হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে **'মিম্মা তুহিব্বুন'** অর্থাৎ তোমরা যা ভালবাস' বলতে তাঁর মতে মাল তথা অর্থ-বিত্তকে বুঝায়। যেমন

আল্লাহ্ বলেন, **ফা-ইন্নাহুলিহুব্বিল খাইরি লাশাদীদ**- মানুষের নিকট মাল অতিপ্রিয়। সূরা বাকারার প্রথম রুকূর শুরুতেই আল্লাহ্তাআলা মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ **'ওয়া মিম্মা রযাকনাহুম ইউন্ফিকূন** (অর্থাৎ, যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে)। তারপর এ সূরাতেই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সম্পর্কে বড় বড় তাগিদ এসেছে। অতএব প্রকৃত পুণ্যকে লাভ করার জন্য আবশ্যক, তোমরা যেন তোমাদের পবিত্র মাল থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করতে থাক।'

হযরত হাসান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন, 'হে আদম-সন্তান! তুমি তোমার ধন-ভান্ডার (অর্থ-বিত্ত) আমার কাছে জমা দিয়ে নিশ্চিত হয়ে যাও। এতে আগুন লাগার বা পানিতে ডুবে যাবারও আশঙ্কা নেই এবং চুরি যাওয়ারও ভয় নেই। তোমার সেদিন এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে, আমি তোমাকে তা পুরোটা দিয়ে দিব।' লক্ষ্য করুন, কত সুলভ সওদা! আজ এভাবে আল্লাহ্র কাছে অর্থ-কড়ি জমা দেয়ার জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি যদি কারও থেকে থাকে তাহলে তা কেবল আহমদীদেরই আছে, যারা আল্লাহ্তাআলার এ শিক্ষাকে অনুধাবন করে ঃ **ওয়া মা তুন্ফিকূ মিন শাইয়িন ফা ইউওয়াফ্ফা ইলাইকুম ওয়া আনতুম লা তুযলামূন'** অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর দান করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিও বর্ণনা করেন যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে যে ভাল মালই ব্যয় করবে তা তোমাদেরকে পুরোপুরি ফেরৎ দেয়া হবে। বরং অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'বহুগুণ বাড়িয়ে ফেরৎ দেয়া হবে।' তোমরা মনে করতে পার, কে জানে এর প্রতিদান পাব, কি পাব না। আল্লাহ্ বলেন, এর প্রতিদান তোমরা অবশ্যই পাবে, বরং সে সময় পাবে যখন এর প্রয়োজন তোমাদের অনেক বেশি হবে, যখন তোমরা সব চেয়ে বেশি এর মুখাপেক্ষী হবে। কাজেই এ সন্দেহ বা আশঙ্কা মন থেকে সম্পূর্ণ বের করে দাও যে, তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে। কক্ষনও কোন প্রকার যুলুম করা হবে না। দুনিয়াতে মানুষ তাদের অর্থ-বিত্তও জমা রাখার ক্ষেত্রে শঙ্কিত থাকে। ব্যাংকে জমা রাখলেও চিন্তান্বিত থাকে, ব্যাংকের পলিসি না বদলে যায়, ফলে মুনাফা কোনভাবে কমে যায়। আর বড় বড় অঙ্কের টাকার ব্যাপারে তদন্ত শুরু না হয় যে, এত অংকের টাকা এলো কোত্থেকে। বিশেষতঃ এ রকম দুশ্চিন্তা এজন্যও পেয়ে বসে যে, এ ধরনের অর্থ-বিত্ত নির্ভেজাল ও পবিত্র হয় না। বরং (সাধারণত) এমন হয় যে, তা গলদ পন্থায় উপার্জিত হয়ে থাকে। তা ঘরে রাখলে চুরি বা ডাকাতির আশঙ্কা লেগে থাকে। আবার অনেকে এমনও আছে যারা সুদের ওপর মানুষকে ঋণ দিয়ে থাকে। তারা কয়েকশ' গুণ বেশি সুদের ওপর ঋণ দেয়। কিন্তু স্বস্তি এদের কারও ভাগ্যেই জুটে না। সিন্ধু প্রদেশে এ শ্রেণীর একজন সুদখোর সম্পর্কে কথিত আছে যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে অসহায় গরীব লোকেরা নিজেদের খাবার যোগাবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কারাদি রেখে সুদখোরের কাছ থেকে টাকা-কড়ি নিয়ে যায়। আর যেহেতু সুদের হার এত উচ্চ হয়ে যায় এবং এর অঙ্কের পরিমাণ এত বেশি হয়ে যায় যে, ঋণ শোধ করাতো দূরে থাক, চক্রবৃদ্ধি হারে তাদের নামে সুদ যখন বাড়তে থাকে তখন তাদের পক্ষে মাথা থেকে সুদের বোঝা নামানই দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের দেয়া সোনা-দানা ও অলঙ্কারাদির মালিক বনে যায় সুদখোর ঋণদাতা। সে সুদখোর লোকটি এমনই ছিল। ধরা পড়ার আশঙ্কায় সে তা ব্যাংকেও রাখতে পারে না বিধায় নিজ

বাড়ীতেই তার শোবার ঘরে গর্ত করে সেসব অলঙ্কার লোহার সিন্দুকে ভরে খাটের নীচে পুঁতে রাখতো। এসব সোনা-দানা জমতে জমতে এর পরিমাণ প্রায় ৪০/৫০ কিলো হয়ে যায়। এর উপর রাখা খাটে শুয়ে সে সারা রাত জেগেই কাটাতো, পাছে কেউ নিয়ে যায় এ দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র অবস্থাতেই সে মারা যায়। অতএব ইহকালে সে মাল তার কোন কাজে লাগে নি। পরকালে আল্লাহ্ তার সাথে কী ব্যবহার করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। তবে এ শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্তাআলা দুনিয়াতেও জামানত বা নিশ্চয়তা দিচ্ছেন না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র পথে দান করে তাদের জন্য এ জামানত বা নিশ্চয়তা রয়েছে, 'তোমরা যেহেতু জান না তোমাদের দ্বারা কী কী 'আমল' সংঘটিত হবে, কী কী ভুল-ভ্রান্তি ঘটে যাবে, কিন্তু তোমরা যদি নেক নিয়্যতের সাথে একান্তভাবে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে দান কর তাহলে তোমাদের জন্য এ নিশ্চয়তা রয়েছে যে, আমলের পাল্লায় যখনই কমতি থেকে যাবে আল্লাহ্র পথে তোমাদের দান করার কারণে তোমাদের ভুলত্রুটি মোচন করে তোমাদের সেই আমলের কমতি পূরণ করা হবে। তোমাদের প্রতি (এ ক্ষেত্রে) কোন যুলুম করা হবে না।'

এ প্রসঙ্গে আরও হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ্র পথে দানকারী ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে তার দানকৃত অর্থের ছায়ার নীচে অবস্থান করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই, দানকৃত মাল যেন পবিত্র উপার্জন থেকে হয়।' কেননা আল্লাহ্র কাছ থেকে পুরস্কার পেতে হলে, (কিয়াম দিবসে) দানকৃত মালের ছায়ার নীচে আশ্রয় পেতে হলে তা পবিত্র হতে হবে। কেননা আল্লাহ্ পবিত্র। অপবিত্র ধন থেকে যারা দান করে তারা পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকা-কড়ি রেখেও আল্লাহ্র নামে সামান্য দিয়ে মানুষের কাছে তা ফলাও করতে থাকে। পক্ষান্তরে পুণ্যবান ব্যক্তিরা তাদের পবিত্র উপার্জন থেকে আল্লাহ্র পথে এমনভাবে দান করে, কেউ যেন তা ঘূণাক্ষরেও জানতে না পারে সে চেষ্টা তারা করে থাকে। আল্লাহ্ তাদের বড়ই কদর করেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পবিত্র উপার্জন থেকে খেজুর পরিমাণও আল্লাহ্র পথে দান করে আল্লাহ্ সেই পবিত্র বস্তু ডান হাতে গ্রহণ করবেন এবং বাড়াতে থাকবেন। অবশেষে তা পাহাড় সমান হয়ে যাবে। যেমন, তোমাদের কেউ যে তার ছোট একটি বাছুর পেলে পুষে থাকে, তা অবশেষে বড় এক জন্তুতে পরিণত হয়।' আজ আমাদের জামাতে এমন বহুলোক রয়েছেন যারা সাক্ষ্য দেবেন যে, তাদের পিতৃপুরুষ বুযুর্গরা কষ্ট স্বীকার করে নিজ পবিত্র উপার্জন থেকে (আর্থিক) কুরবানী করেছেন এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাঁদের বংশধরদের প্রতি অজস্র আশিস ও বরকত বর্ষণ করেছেন।

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে তিনি বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র পথে এক / আধ টুকরো খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা কর। কেননা আল্লাহ্র পথে মানুষের আর্থিক কুরবানী তার বক্রতাকে শুধরায়, তাকে অশুভ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। তার জন্য শুভ পরিণাম বয়ে আনে।' হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আম্র বিন আস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ 'কৃপণতা পরিহার কর। কেননা কৃপণতাই পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করেছে।' আলহাম্দুলিল্লাহ্, আজ আমাদের জামাতে লক্ষ লক্ষ সংখ্যক এমন ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়, কার্পণ্য তো দূরে থাক, যাঁরা নিজেদের ওপর কাঠিন্য বরণ করেও আল্লাহ্র পথে দান করে থাকেন। কার্পণ্যকে তারা কখনও নিজেদের ওপর ভর করতে দেন না।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "আমি নিশ্চিত মনে করি, কার্পণ্য ও ঈমান একটি (মু'মিন) হৃদয়ে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। যে ব্যক্তি খাঁটি হৃদয়ে খোদাতাআলার উপর ঈমান আনে, সিন্দুকে রাখা মালকে সে নিজের মাল হিসেবে জ্ঞান করে না। বরং খোদাতাআলার সমস্ত ধন ভান্ডারকে সে নিজের বলে মনে করে। ফলে কার্পণ্য তার থেকে দূর হয়ে যায়, যেমন আলোতে অন্ধকার দূরীভূত হয়।" তিনি আরো বলেন ঃ 'জাতির উচিত, সর্বতোভাবে (আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত) এ সিলসিলার খিদমত সম্পাদন করা। আর্থিক উপায়েও খিদমত পালনে ত্রুটি করা উচিত নয়। লক্ষ্য কর, দুনিয়াতে কোন সিলসিলা চাঁদা ছাড়া চলে না। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ে এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আলায় হুমাস্ সালাম) তথা সকল নবী-রসূলের সময়ে চাঁদা সংগ্রহ করা হতো। কাজেই আমাদের জামাতের লোকদেরও এ বিষয়ে খেয়াল রাখা আবশ্যক। এ লোকেরা যদি নিয়মিত বছর ব্যাপী এক পয়সাও দান করে তাহলে অনেক কাজই হতে পারে। যদি কেউ এক পয়সাও না দেয় তাহলে তার পক্ষে জামাতে থাকার কী প্রয়োজন? এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্উদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন সদকা (আল্লাহ্র পথে দান) করার জন্য আহ্বান করতেন তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে গিয়ে মেহ্নত-মজুরী করতো এবং তাতে পারিশ্রমিকস্বরূপ যা সে উপার্জন করতো তা থেকে আল্লাহ্র পথে দান করতো। আর এখন অবস্থা এই যে, তাঁদের কারও কারও কাছে কয়েক লাখ দিরহাম বা দীনার রয়েছে।" এ সুন্নতেরই অনুসরণে আজও এ জামাতে এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় যে, এ জামাতের মহিলারাও কাপড় সেলাই করে অথবা মুরগীর ডিম বিক্রি করে এ সিলসিলার খলীফাগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করেন। আর এভাবেও পূর্ববর্তীদের সাথে (পরবর্তীদের) মিলিত হবার ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেন।

এরপর হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ)-এর একটি ঘটনা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন, উপস্থাপন করছি। প্রত্যেক বারই তা পাঠ করায় ঈমান নূতন এক সজীবতা ও নব উদ্যমের সৃষ্টি হয়। তিনি (আঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ 'আমি যদি অনুমতি দিতাম তবে তিনি এই পথে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে নিজ আধ্যাত্মিক বন্ধুত্বের ন্যায় দৈহিক বন্ধুত্বের এবং সর্বদা আমার সাহচর্যে থাকার কর্তব্য সম্পাদন করতেন। (পরে অবশ্য খলীফা আওওয়াল কাদিয়ানে তাঁর দৈহিক সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন)। তাঁর কতক চিঠিপত্রের কয়েকটি ছত্র নমুনাস্বরূপ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। এতে তাঁরা বুঝতে পারেন, ভেরা নিবাসী আমার প্রিয় ভ্রাতা কাশ্মীর রাজ্যের রাজ চিকিৎসক মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব ভালবাসা ও আন্তরিকতার দিক দিয়ে কত উন্নতি করেছেন। এবং সেই ছত্রগুলো এই ঃ

(হযরত খলীফা আওওয়াল লিখেছিলেন), 'আমি আপনার পথে কোরবান। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, আপনার। হযরত পীর মোরশেদ! আমি পূর্ণ সরলতা! ও আন্তরিকতার সাথে নিবেদন করছি যে, আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি যদি ধর্মপ্রচারে ব্যয় করা হয় তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। বারাহীনের খরিদ্দারগণ যদি কেতাবের মুদ্রণ কাজ স্থগিত থাকার কারণে অস্থির হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে এ নগণ্য খেদমত পালন করার অনুমতি দিন যে, আমি নিজের থেকে তাদের দেয়া সমস্ত মূল্য ফিরিয়ে দেই। হযরত পীর মোরশেদ! এ অযোগ্য, লজ্জাবনত অধম আরও নিবেদন জানাচ্ছে যে, যদি মঞ্জুর হয় তবে নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করবো। আমার ইচ্ছা এই যে, বারাহীনের ছাপা খরচ সবই আমার ওপর ন্যস্ত করা হোক এবং যা কিছু মূল্য -স্বরূপ আদায় হয় তা আপনার প্রয়োজনে খরচ হোক। আপনার সঙ্গে আমার ফারুকী (হযরত উমর ফারুকের ন্যায়) সম্বন্ধ এবং আমি সবকিছু এ পথে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। দোয়া করবেন, আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকের মৃত্যু হয়।"

অতঃপর মুন্‌শী যাফর আহমদ কপুরথলবী (রাঃ)-এর ঘটনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন ঃ 'প্রারম্ভিককালে লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি জরুরী ইশ্‌তিহার ছাপার জন্য ষাট টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন হযরত সাহেবের কাছে উক্ত অঙ্কের টাকা ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন তাৎক্ষণিক এবং তীব্র ছিল। অতএব মুন্‌শী সাহেব বলেন, আমি তখন তাঁর কাঝে একাই উপস্থিত ছিলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাকে ডেকে বললেন, এ মুহূর্তে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এসে পড়েছে। আপনার জামাত কি এ অঙ্কের টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে? মুন্‌শী সাহেব বললেন, 'ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি টাকা সংগ্রহ করে উপস্থিত হচ্ছি।' এ কথা বলে তিনি কপুরথলা যান এবং জামাতের কারও কাছে এ বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ না করে, তাঁর স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করে ষাট টাকা হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে এনে উপস্থিত করেন। হুযূর (আঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং কপুরথলার জামাত এর ব্যবস্থা করেছে বলে তাদের জন্য দোয়া করলেন। কয়েকদিন পর মুন্‌শী অড়োরে খান সাহেব (রাঃ) লুধিয়ানায় এলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁকে বললেন, 'মুন্‌শী সাহেব! এখন অতি প্রয়োজনের সময়ে আপনার জামাত এক গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য প্রদান করেছে।' মুন্‌শী সাহেব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত কী রকম কোন্ সাহায্যের কথা বলছেন? আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন, 'মুন্‌শী যাফর আহমদ সাহেব কপুরথলা জামাতের পক্ষ থেকে তো ষাট টাকা এনেছিলেন।' এতে মুন্‌শী অড়োরে খান সাহেব বললেন, 'মুন্‌শী যাফর আহমদ এর কোন উল্লেখ আমার নিকট করেন নি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো কেন তিনি আমাকে জানান নি। জামাতের অন্য কাউকেও তিনি জানান নি। তিনি কপুরথলায় গিয়ে মুন্‌শী যাফর আহমদ সাহেবকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার তিনি বললেন, 'সামান্য অংকের ছিল বিধায় আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁর অলঙ্কার নিয়ে বিক্রি করে সেই প্রয়োজন পূরণ করে নিয়েছি। এতে আপনার অসন্তুষ্টির কী আছে? কিন্তু তাতে মুন্‌শী অড়োরে খান সাহেবের রাগ কমে নি। তিনি ক্রমাগত বলতে থাকলেন, 'হযরত সাহেবের এ টাকার প্রয়োজন হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আপনি আমাকে না জানিয়ে আমার প্রতি যুলুম করেছেন।' মুন্‌শী যাফর আহমদ সাহেব বলেন, 'তিনি ছয় মাসব্যাপী তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।' লক্ষ্য করুন, কোন দুনিয়াদারের সাথে ওরূপ ঘটলে সে বলতো, ভালই হয়েছে তাকে যে চাঁদার জন্য বলা হয় নি। তাকে তো বার বার চাঁদার জন্য তাগাদা দিলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু যারা নিজেদের এবং পরবর্তী নিজ বংশধরদের পরকালীন কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন, তাদের চিন্তাধারাই ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তারা এ জন্য অসন্তুষ্ট হন না যে, কেন তাদের কাছে চাঁদা চাওয়া হয়। বরং তারা এ জন্য অসন্তুষ্ট হন যে, কেন তাদের কাছে চাঁদা চাওয়া হলো না, কুরবানী করার সুযোগ থেকে তাদেরকে কেন বঞ্চিত করা হলো।

অতঃপর একটি ঘটনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) জলন্ধর নিবাসী চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোর্টে পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। তার বেতন আশি টাকা ছিল। একবার দীনী প্রয়োজনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁকে চিঠি লেখেন, 'বিশেষভাবে এখন চাঁদার প্রয়োজন।' সে সময়েই সরকার কোর্ট ইন্সপেক্টরদের জন্য নূতন গ্রেড সম্পর্কে আদেশ জারী করলো। সে অনুযায়ী তাঁর বেতন আশি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে একশ' আশি হয়ে গেল। এ জন্য তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে লিখলেন, 'এক দিকে আপনার চিঠি এলো, আর অন্য দিকে আমার বেতন এক শ' আশি টাকা হয়ে গেল। কাজেই এ বাড়তি একশ' টাকা আমার নয়, বরং আপনার বদৌলতেই আমাকে দেয়া হয়েছে।' অতএব সেই একশ' টাকা তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর থেকে সর্বদা প্রতিমাসে একশ' টাকা করে পাঠাতে থাকেন।

আবার হযরত খলীফা রশিদুদ্দীন (রাঃ)-এর ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিচয় তুলে ধরা সমীচীন বলে মনে করি। তিনি হচ্ছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) শ্বশুর এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের (রাহেঃ) নানা। তাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) লিখেছেন যে, তিনি এক বন্ধুর নিকট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে জানার পর বললেন, 'এত মহান ব্যক্তিত্ব কখনও মিথ্যাবাদী হতে পারেন না'। আর তৎক্ষণাৎ তিনি বয়াত করে নেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর নাম নিজ বারজন হাওয়ারীর মাঝে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর আর্থিক কুরবানী এত উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁকে এ মর্মে লিখিত সনদ প্রদান করেন, 'আপনি সিলসিলাহর জন্য এতো বেশি পরিমাণে আর্থিক কুরবানী করেছেন যে, ভবিষ্যতে আপনার পক্ষে আর (আর্থিক) কুরবানী করার প্রয়োজন নেই।'

গুরুদাসপুরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মুকদ্দমা চলাকালীন তাঁর অনেক অর্থের প্রয়োজন ছিল। তিনি জামাতের বন্ধুদের নিকট আহ্বান জানালেন, 'যেহেতু খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে, লঙ্গর-খানা দু'জায়গায় হয়ে গেছে। একটি কাদিয়ানে, আরেকটি গুরুদাসপুরে। তাছাড়া মুকদ্দমা পরিচালনার খরচও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই বন্ধুরা আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ দিন।' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উক্ত আহ্বান যখন ডাঃ খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেবের কাছে পৌঁছল, ঘটনাক্রমে সে দিনই ডাক্তার সাহেব চারশ' পঞ্চাশ টাকা বেতন

বাবদ পেলেন। (সেই যুগে এটি এক বড় অংকের টাকা ছিল)। তিনি সে টাকার সবটাই হযরত মসীহ্ মাওউদের নিকট পাঠিয়ে দেন। জনৈক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'সংসারের খরচ বাবদ কিছু রেখেছেন কি?' তিনি বললেন, 'খোদার মসীহ্ লিখছেন, ধর্মের জন্য টাকার প্রয়োজন। তারপর আর কার জন্য রাখতে পারি?' হযরত ডাক্তার সাহেব (আর্থিক) কুরবানীর ক্ষেত্রে এত অগ্রসরমান ছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁকে বাধা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁকে বলতে হলো, 'আপনার আর আর্থিক কুরবানী করার প্রয়োজন নেই।' আল্লাহ্তাআলা তাঁর উত্তরসূরীদেরকে অনুরূপভাবে আন্তরিকতার সাথে কুরবানী করার তওফীক দিন। তাঁর বংশধরগণ বর্তমানে বিশ্বের বহুদেশে ছড়িয়ে আছেন এবং আল্লাহ্র ফযলে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা আরও এগোবার তওফীক দিন।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমি নিশ্চিত জানি, যারা লোক দেখানো উপলক্ষ্যগুলোতে শত সহস্র টাকা খরচ করে ফেলে, কিন্তু খোদার পথে খরচের বেলায় মহাসংকোচে পড়ে যায় ও খোঁড়া অজুহাত খুঁজে বেড়ান তারা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। লজ্জার বিষয়, এ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েও যারা নিজেদের হীনমন্যতা ও কার্পণ্য বিসর্জন দিতে পারেন না। খোদাতাআলার এটি এক চিরন্তন নিয়ম যে, প্রত্যেক ঐশী জামাতের প্রারম্ভিক অবস্থায় চাঁদার প্রয়োজন হয়ে থাকে। আমাদের নবী সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম অনেক সময় তাঁর সাহাবার ওপর চাঁদা ধার্য করেছেন। তাঁদের মাঝে হযরত আবূ বকর (রাঃ) সবচেয়ে এগিয়ে। যারা আমাকে সাহায্য করে থাকেন তারা অবশেষে খোদার সাহায্য দেখতে পাবেন।"

অতএব জামাতের মাঝে বহু সংখ্যক পরিবার এ বিষয়ের সাক্ষী যে, তারা তাদের বুযুর্গদের অনুরূপ কুরবানী সাহায্যের কারণে আর্থিক দিক দিয়ে কোথা হতে কোথায় পৌঁছে গেছে। দীন ও দুনিয়া উভয় দিক দিয়ে তারা যদি নিজেদের বংশধরদের স্বচ্ছল অবস্থা দেখতে চায় তাহলে তাদের নিজেদেরও কুরবানীর মান অক্ষুণ্ন ও সদা সমুন্নত রাখা উচিত এবং তাদের বংশধরদের মাঝেও এর অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ 'প্রকৃত কাম্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্তাআলা 'মুজাহাদা'কে আয়স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ নিজ অর্থ খোদার পথে ব্যয় করার মাধ্যমে, নিজ শক্তি সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধি তার পথে নিয়োজিত করার মাধ্যমে এবং নিজ প্রাণ খোদার পথে বিসর্জন করার মাধ্যমে তাঁকে যেন খোঁজা হয়। যেমন, তিনি বলেছেন, 'যারা আমাদের অন্বেষণে সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে আমরা আমাদের সব পথ দেখিয়ে দেই।' কাজেই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের প্রাণে নিহিত সকল শক্তি সামর্থ্যসহ খোদার পথে ব্যয় কর এবং তাঁর দেয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, ধীশক্তি ও দক্ষতা ইত্যাদি সবকিছু খোদার পথে নিয়োজিত কর।'

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'হে আমার বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনাদের সহানুভূতির জন্য আল্লাহ্তাআলা আমাকে সত্যিকার উদ্দীপনা দান করেছেন এবং ঈমান ও ইরফানের জন্য আমাকে প্রকৃত এক মা'রেফত (তত্ত্ব-জ্ঞান) দান করা হয়ছে। এ মা'রেফত আপনাদের এবং আপনাদের বংশধরদের জন্য অতি আবশ্যকীয়। অতএব আমি সদা প্রস্তুত অবস্থায় দন্ডায়মান রয়েছি, আপনারা যেন নিজেদের পবিত্র ধন-সম্পদকে নিজেদের এ সকল ধর্মীয় অভিযানের লক্ষ্যে নিয়োজিত করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্তাআলা যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন তদনুযায়ী সে যেন এ পথে চেষ্টার কোন ত্রুটি না করে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের চেয়ে নিজ ধন-সম্পদকে অগ্রগণ্য না করে। তারপর আমার সাধ্যানুযায়ী পুস্তক প্রণয়ন ও রচনাবলীর মাধ্যমে এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোতে সেসব জ্ঞান, বরকত ও কল্যাণকে বিস্তার দান করি, যা আল্লাহ্তাআলার পবিত্রাত্মার মাধ্যমে আমাকে দান করা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

'আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গীকার করা উচিত, সে নিয়মিত এত পরিমাণ চাঁদা দিতে থাকবে। যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার করে, আল্লাহ্তাআলা তার জীবিকায় বরকত দান করে থাকেন। তবলীগের উদ্দেশ্যে এবার ব্যাপক সফরকালে একটি রেজিষ্টার খাতা সঙ্গে রাখা হোক। যেখানে কেউ বয়াত করতে চায় তার নাম এবং চাঁদার অঙ্গীকার সে রেজিষ্টার খাতায় লিপিবদ্ধ করা হোক।'

অতএব নবদীক্ষিতদের এ বিষয়টি প্রথম দিন থেকেই বুঝিয়ে দেয়া উচিত। শুরুতেই তারা যদি নিয়মিত হারে চাঁদা না দেন অথবা দিতে না পারেন তাহলে তাহ্রীকে জাদীদ ও ওয়াক্ফে জাদীদের যে কোনটিতে তাদের থেকে চাঁদা গ্রহণ করুন। ধীরে ধীরে তাদের অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং চাঁদা দানে তারা স্বাদ উপভোগ করতে আরম্ভ করবেন। অবশেষে মনোযোগী হয়ে উঠবেন। আমাদের যেমন চিন্তা থাকে চাঁদা যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে। অনেকে একই উদ্দেশ্যে দোয়ার জন্যও লিখে থাকেন তেমনি নও মোবায়েঈনদেরও চাঁদার প্রতি সচেতন করে তুলতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি 'রোইয়া' (স্বপ্ন) সম্পর্কে বলেন ঃ "রোইয়া দেখলাম, দেয়ালের উপর একটি মুরগী রয়েছে এবং কিছু কথা বলছে। সবগুলো কথা তো মনে পড়ছিল না, তবে বাক্যের শেষ অংশটি স্মরণ থাকে। আর তা ছিল ঃ 'ইন কুন্তুম মুসলিমীন' 'মুসলিম' (আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক)। এরপর জাগ্রত অবস্থায় ভাবছি, মুরগী (সম্পূর্ণ) বাক্যটি কী বলেছিল। তখন 'ইলহাম' (ঐশীবাণী) হলো ঃ 'আন্ফিকূ ফী সাবীলিল্লাহি ইন্ কুন্তুম মুসলিমীন' (আল্লাহ্র পথে খরচ কর যদি তোমরা 'মুসলিম' হয়ে থাক)। মুরগীর কথা এবং ইলহামের লক্ষ্য বা ইঙ্গিত জামাতের দিকে (ইলহামী) বাক্যটির উভয় অংশে আমাদের জামাতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু আজকাল অর্থের প্রয়োজন। লঙ্গরখানার ক্ষেত্রেও অনেক খরচ হচ্ছে এবং নির্মাণ কাজেও প্রচুর টাকা ব্যয় হচ্ছে। কাজেই জামাতের উচিত, এ দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা। মুরগী তার কার্যক্রম দ্বারা দেখায় যে, কিভাবে আল্লাহ্র পথে খরচ করা উচিত। কেননা সে মানুষের জন্য তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে এবং জবাই হওয়ার মাধ্যমে নিজেকে কোরবান করে থাকে। সে মানুষের জন্য অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে দৈনিক ডিম পাড়ে।" ...

তিনি আরও বলেন ঃ

"অতএব আমাদের জামাতের মু'মিনীন যদি আমার আওয়াজ ও আহ্বানকে না শোনে তাহলে তারা এ মুরগীর আওয়াজকে শুনুক। তবে সবাই সমান নয়। কত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রয়েছেন যারা সাধ্যাতীতভাবেও এ পথে সচেষ্ট রয়েছেন। আল্লাহ্ তাদের পুরস্কৃত করুন।"

আজও যারা নিজেদের সাধ্যের বাইরে অধিক পরিমাণে কুরবানী করেছেন ও করে চলেছেন আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ বলেন ঃ

"তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, তোমরা (একই সাথে) তোমরা মালকেও ভালবাস এবং খোদাতাআলাকেও ভালবাস। মহব্বত তথা ভালবাসা কেবল একজনের প্রতি পোষণ করতে পার। অতএব সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে খোদার প্রতি ভালবাসা রাখে। আর যে খোদাকে ভালবেসে তাঁর পথে মাল খরচ করবে তার মালে অন্যের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হবে। কেননা মাল আপনা-আপনি আসে না, বরং খোদাতাআলার ইচ্ছায় এসে থাকে। অতএব যে খোদার জন্য মাল কুরবানী করে তাকে নিশ্চয় তা দান করা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে ভালবেসে সেই খেদমত পালন করে না যা তার পালন করা উচিত সে নিশ্চয় সেই মালকে হারাবে। কখনও মনে করবে না যে, মাল তোমাদের প্রচেষ্টায় তোমরা লাভ করে থাক। বরং খোদাতাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের দান করা হয়। আর কখনও এমনটি মনে করবে না যে, একাংশ মাল দান করে বা অন্য কোনভাবে খেদমত পালন করে খোদাতাআলা ও তাঁর প্রেরিত বান্দার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাক। বরং এটা তাঁরই অনুগ্রহ, তিনি তোমাদেরকে খেদমতের জন্য আহ্বান করেন। আমি সত্য সত্য বলছি যে, তোমরা সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ কর এবং খেদমত ও সাহায্য সহায়তা থেকে পাশ কাটাও তাহলে তিনি এমন এক জাতি সৃষ্টি করে দেবেন যারা তার খেদমত সম্পাদন করবে। তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, এ কাজ আসমান থেকে নির্বাচিত (ঐশী কাজ) এবং তোমাদের খেদমত কেবল তোমাদের কল্যাণার্থেই বটে। অতএব এমন যেন না হয় যে, তোমরা মনে মনে অহংকার কর এবং ধারণা কর যে, তোমরা আর্থিক অন্য কোন প্রকার খেদমত করে থাক। আমি বারবার তোমাদেরকে বলছি, খোদা তোমাদের অণু পরিমাণ খেদমতেরও মুখাপেক্ষী নন। তবে তোমাদের প্রতি তাঁর এই অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে খেদমত পালনের সুযোগ দান করেন।" আল্লাহ্ না করুন, আমাদের মাঝে কেউ আলো লাভ করার পর পুনরায় অন্ধকারে হাবুডুবু খায় এবং বিপথগামিতায় মারা যায়। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করুন।

এখন বিগত বছরের আর্থিক কুরবানীর পরিসংখ্যান উপস্থাপন করছি। ওয়াক্‌ফেজাদীদের পরিচিতি সূচনাতেই আমি তুলে ধরেছিলাম। ১৯৮৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) এককে সারা বিশ্বের জামাতগুলোতে জারী করেছিলেন। সেই সময় থেকে দেশে-দেশে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা সচল ও সক্রিয় রয়েছে। বর্তমানে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে একশ' চব্বিশটি দেশ আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহক্রমে ওয়াকফেজাদীদের আর্থিক কুরবানীর আওতাভুক্ত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখে ওক্‌ফেজাদীদের ৪৬তম বছর শেষ হয়েছে এবং ১লা জানুয়ারী থেকে ৪৭তম বছর শুরু হয়েছে। বিগত বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওয়াক্‌ফেজাদীদ খাতে সর্বমোট উসলি হয়েছে আঠার লক্ষ আশি হাজার পাউন্ড। এ উসলি বিগত বছরের তুলনায় তিন লক্ষ সত্তর হাজার পাউন্ড বেশি, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। তেমনি ওক্‌ফেজাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠাবানদের সংখ্যাও চার লাখ আট হাজারে পৌছে গেছে। আর এ ক্ষেত্রেও বিগত বছরের তুলনায় আঠাশ হাজার সংখ্যক বেশি চাঁদাদাতা রয়েছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বিগত সালে তথা ৪৬তম সালে বিশ্বব্যাপী জামাতগুলোর মাঝে আমেরিকার জামাত প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এ ধারায় প্রথম নম্বরে আমেরিকা। দ্বিতীয় নম্বরে পাকিস্তান। কিন্তু বিগত বছর পাকিস্তান প্রথম নম্বরে ছিল এবং আমেরিকা ছিল দ্বিতীয় নম্বরে। আবার এরও আগের বছরে আমেরিকা ছিল প্রথম এবং পাকিস্তান দ্বিতীয়। পারস্পরিক এ প্রতিযোগিতাটি বেশ কৌতূহলপূর্ণ। কিন্তু এ বছর আমেরিকা অনেক বড় ব্যবধানে অগ্রগামিতা দেখিয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে এতে কায়েম রাখুন। এ বছর তারা বিগত বছরের চেয়ে প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি চাঁদা আদায় করেছে। তবে পাকিস্তান আমেরিকার তুলনায় অবশ্যই একটি গরীব দেশ। তবু পাকিস্তানের জামাত উন্নতি করেছে এবং পূর্বের তুলনায় এবার ১২ শতাংশ বেশি চাঁদা আদায় করেছে। ইংল্যান্ড জামাত বিগত বছরও তৃতীয় নম্বরে ছিল এবং এবারও একই অবস্থানে রয়েছে। নিজেদের এ অবস্থান তারা এখনও বজায় রেখেছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে আরও সম্মুখে এগোবার তওফীক দিন। এবার সামগ্রিকভাবে সাড়া বিশ্বে পর্যায়ক্রমে শীর্ষ অবস্থান অর্জনকারী দশটি দেশ (জামাত) হচ্ছে ঃ ১। আমেরিকা, ২। পাকিস্তান ৩। যুক্তরাজ্য ৪। ইংল্যান্ড ৪ জার্মানী, ৫। কানাডা। অবশ্য কানাডার জামাতও চেষ্টা করলে নিজেদের অবস্থান আরও ভাল করতে পারেন। অল্প একটু পরিশ্রম করার প্রয়োজন। ৬। ভারত। ৭। ইন্দোনেশিয়া। ৮। বেলজিয়াম। ৯। সুইজারল্যান্ড এবং ১০। অষ্ট্রেলিয়া।

শতাংশের হিসাবে চাঁদা আদায়ের দিক চেয়েও আমেরিকার অবস্থান সর্বশীর্ষে রয়েছে এবং বাকী সকল জামাতকে ছাড়িয়ে গেছে; যদিও বর্তমানে তাদের মনোযোগ মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত রয়েছে। আমেরিকা বিরাজমান পারিপার্শ্বিক পরিবেশে থেকেও সেখানকার জামাতের মাঝে যে সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাবার প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, খোদা করুন, যেন তা কায়েম থাকে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনায়রত থেকে তাদের মাথা আল্লাহ্‌তাআলার দোর গোড়ায় সদাবনত থাকে। আর সম্মুখে তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা পিছিয়ে না যায়। (এরপর হুযূর (আইঃ) আমেরিকার তিনটি স্থানের নাম উল্লেখ করেন যেখানকার জামাত আমেরিকার জামাতগুলোর মাঝে বিশেষ অবস্থানের অধিকারী রেখেছে।) পাকিস্তানে যেহেতু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৬৬ সালে আত্‌ফাল অর্থাৎ অনুর্ধ ১৫ বছর বয়স্ক কিশোরদের ওপরও ন্যস্ত করেছিলেন যেন তারা ওক্‌ফেজাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করে। কাজেই তখন থেকে ওক্‌ফেজাদীদে দফ্‌তর আত্‌ফাল চালু রয়েছে। এদের মাঝে তুলনামূলক অবস্থানেরও উল্লেখ করে নিচ্ছে। এদের বড়দের দিক দিয়ে শীর্ষ স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে করাচী এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাবওয়া। আর ছোটদের দিক দিয়ে প্রথম করাচী, দ্বিতীয় লাহোর এবং তৃতীয় রাবওয়া। ওক্‌ফেজাদীদ চাঁদা আদায়ে জিলাওয়ারী অবস্থানের দিক দিয়ে প্রথম হলো ইসলামাবাদ, দ্বিতীয় রাওয়ালপিন্ডি, কুরবানীর দিক দিয়ে রাওয়ালপিন্ডি জামাতের পদক্ষেপও দ্রুত আগাচ্ছে। আল্লাহ্‌তাআলা বরকত দিন যেন তারা আরও এগোতে থাকে। তৃতীয় অবস্থানে

রয়েছে সিয়ালকোট, ৪র্থ নম্বরে ফয়সালাবাদ পঞ্চমে গুজরাঁওয়ালা, ৬ষ্ঠ অবস্থানে মিরপুর, সপ্তমে শেখুপুরা, ৮ নম্বরে সার গোধা, ৯ম গুজরাত এবং ১০ম বাহাওয়ালনগর। ... আল্লাহ্‌তাআলা এ কুরবানীকারী সকলের জান-মালে অজস্র আশিস ও বরকত দান করুন। আল্লাহ্ করুন, তারা যেন আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকে। আর এ সাথে আমি ওক্‌ফেজাদীদের ৪৭তম বছরের ঘোষণা করছি।

আজ এমটি-এর সম্পর্কেও সংক্ষেপে বলতে চাই। এর প্রচারিত প্রোগ্রাম থেকে সবাই হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, ৭ জানুয়ারী তারিখ আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া থেকে সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। এর দশ বছর আজ পূর্ণ হলো। উক্ত সময়ে স্বেচ্ছাসেবীরাও এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছে। দুনিয়া বিস্মিত, এ সমস্ত কাজ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সেবার মাধ্যমে, নিয়মিত কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই কিভাবে সুসম্পন্ন হয়। ... যারা এসব কাজ সম্পাদন করে থাকে এরা তো সেই প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ততার প্রতীক, যারা দিন রাত একাকার করে কাজ করে যায়। এদের মাঝে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সব শ্রেণীর কর্মী রয়েছে। এদের মাঝে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরাও রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরীজীবী ও ব্যবসায়ীরাও রয়েছে, যারা তাদের ছুটিগুলোও এমটিএ-র জন্য কোরবান করেন এবং তারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারছেন বলে আনন্দবোধ করেন। তাদের মাঝে এমন ব্যক্তিরাও আছেন যারা সেই আদর্শের অধিকারী,যে আদর্শের একটি দৃষ্টান্ত আমি ইতঃপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি অর্থাৎ 'কেন ষাট টাকা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট একাই পেশ করলেন। কেন আমাদেরকে এতে শরীক হওয়ার সুযোগ দিলেন না?' তাদের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তো আমাদের সামনে এসে যায়, যারা আমাদের চোখে ধরা পড়ে- যেমন ক্যামেরাম্যানকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যিনি এ খুতবা আপনাদের নিকট পৌছাচ্ছেন। আবার এমনও অনেক ব্যক্তি আছেন যারা পিছনে থেকে আড়ালে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খেদমত সম্পাদন করছেন। এরা সবাই যাবতীয় প্রোগ্রামকে পৃথিবী জুড়ে পৌছাচ্ছেন। এরা তো হলেন কেন্দ্রীয় টীমের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দ। এছাড়া বিভিন্ন দেশে প্রোগ্রাম প্রণয়নকারীগণ রয়েছেন। তবে এ সুযোগে আমি বিভিন্ন দেশের জামাতগুলোকে বলতে চাই, প্রত্যাশিতভাবে তাদের পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম তৈরী হয়ে পৌছাচ্ছে না। আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার এমন বহু দেশই এর অন্তর্ভুক্ত যেখান যথাবিহীত উপায়ে আশানুরূপ প্রোগ্রাম তৈরী হতে পারে। ... তৈরী হলে খুব সম্ভব অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, আমাদের হাতে সময়ের স্বল্পতার দরুন সময়ের তুলনায় প্রোগ্রামের পরিমাণ বেশি হবে। যাহোক, এ কাজ ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। কেননা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এমনটিই অবধারিত। আর এ কাজ আল্লাহ্‌তাআলা ও খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সময়ে তাঁরই মাধ্যমে শুরু করিয়েছেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে এ কথা উচ্চারণ করিয়েছেন, 'সাথ মেরে হ্যায় তাঈদে রব্বুল ওরা।' আর এ ঐশী সাহায্য-সহায়তা ইনশাআল্লাহ্ সর্বদা জামাতের পক্ষে অব্যাহত থাকবে। এটি খোদাতাআলার অব্যর্থ ওয়াদা যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এ ওয়াদা যুগ-ইমাম মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। তাকেই ওয়াদা দেয়া হয়েছে, 'আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব।' অতএব একাজ আল্লাহ্ নিজ হাতে নিজ তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই একে বাস্তবায়িত করাবেন। আপনারা কেবল এতে হাত লাগাবেন, এতে যোগ দেবেন মাত্র। আসল কাজ আল্লাহ্ই করবেন। ... আর আল্লাহ্‌র সাহায্য সমর্থনে এসব দৃশ্যই আমরা হরহামেশা দেখতে পাচ্ছি-এমটি-এর মাধ্যমে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এ বাণী পৌছাচ্ছে। ...আমেরিকায় যে সেটেলাইট ছিল এর মাধ্যমে বহু জায়গায় প্রোগ্রাম পৌছতো না, কিন্তু এই কিছুকাল পূর্বে সেখানে যে তুফান বয়ে গেল তাতে সে সেটেলাইটের ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে এবং আমাদের সম্প্রচার কয়েক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সে কম্পানী অপরাগতা জানালে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে অন্য যে সেটেলাইটের সাথে আমাদের নতুন করে চুক্তি হয়েছে তাদের সম্প্রচারের আওতা অধিক ব্যাপক। তদুপরি আগের চেয়ে অনেক কম টাকার বিনিময়ে চুক্তি হয়েছে, যেন সাপে বর হয়েছে।' কয়েকদিন কাজ বন্ধ থাকলেও আমাদের খরচও কমে গেল এবং আমাদের সম্প্রচারও ব্যাপকতা লাভ করল। অতএব দোয়া করতে থাকুন, যেন আল্লাহ্‌তাআলা সর্বদা আমাদের পর্দাপোশি করতে থাকেন ও নিজ সাহায্য-সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখেন। এমটিএ-এর কর্মীবৃন্দও নিজেদের জন্য দোয়া করতে থাকুন এবং জামাতও তাদের জন্য দোয়া করুক যেন আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে খেদমত করার তওফীক দিতে থাকেন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ এখানে কেন্দ্রীয় কর্মীবৃন্দের মাঝে শামিল রয়েছেন। আল্লাহ্ তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

সেই সাথে দুশ্চিন্তারও একটি সংবাদ রয়েছে। বাংলাদেশে বিগত কিছুকাল থেকে উগ্রবাদী মৌলবীরা জামাতের বিরুদ্ধে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে আসছে। আমাদের মসজিদসমূহের ওপরও হামলা চালানো হচ্ছিল। তেমনি রমযান মাসে একজন আহমদীকে তারা শহীদও করেছে। এখন প্রতীয়মান হয়, সেখানকার বর্তমান সরকারও এ মৌলবীদের সমর্থনে কিছু আইন প্রণয়নে উদ্যত। আল্লাহ্‌তাআলা সকল আহমদীকে নিজ হেফাযতে রাখুন এবং দৃঢ়পদক্ষেপে অবিচল থাকার তওফীক দিন এবং দুশমনের চেষ্টা তদ্বিরকে তাদের ওপর উল্টে দিন। হে আল্লাহ্! তুমি কখনও আমাদেরকে একা ছেড়ে দাও নি। আমাদের সঙ্গ ও সাহায্য সমর্থন কখনও ত্যাগ কর নি। আজও তোমার সাহায্য সহায়তার দৃশ্যাবলী দেখাও।

বাংলাদেশের আহমদীদের উদ্দেশ্যে (আমার) পয়গাম (বাণী) এই যে, আপনারা ধৈর্য, সাহস এবং দোয়ার মাধ্যমে কাজ করুন। আমাদের ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার ওপরই ন্যস্ত। তার সমীপে ঝুঁকুন, আর ঝুঁকে থাকুন যতক্ষণ না আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্যের দৃশ্যাবলী পরিদৃশ্যমান হতে আরম্ভ করে। আল্লাহ্ করুন, যেন পরীক্ষার সময় দীর্ঘায়িত না হয় এবং দুশমন যথাশীঘ্র পর্যুদস্ত হয়। সেখানকার সরকারেরও উচিত, নিজ প্রতিবেশীর থেকে তারা যেন শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সরকার চালানোর যে কাজ তাদের ওপর ন্যস্ত তা পরিচালনা করেন, ধর্মে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলার পাকড়াও থেকে তাদেরও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত।

(ওডিও ক্যাসেট শুনে অনূদিত)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

কৃতজ্ঞতা প্রকাশই প্রতিদান বলে গণ্য হয়

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা নিসার আয়াত ১৪৮ তেলাওয়াত করে হুযূর (রাহেঃ) খুতবা প্রদান করেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۸﴾

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ কেনই বা তোমাদেরকে আযাব দিবেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞ" (নিসা ঃ ১৪৮)

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ রেওয়ায়াত আছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'কারো প্রতি যদি কোন অনুগ্রহ করা হয় তবে সে যেন এর প্রতিদান দেয়। প্রতিদান দেবার সামর্থ্য না থাকলে সে যেন সেই অনুগ্রহের কথা সম্মানের সাথে উল্লেখ করে। কারণ যে ব্যক্তি এ ধরনের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে অন্যদের জানিয়ে দেয় এটাই তার পক্ষ থেকে প্রতিদান বলে গণ্য হবে।'

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলে আঁ হযরত (সঃ) নিজ শরীর হতে কাপড় সরালেন, ফলে বৃষ্টির পানি তাঁর (সঃ) শরীরে পড়তে থাকল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে রসূলুল্লাহ্! আপনি এমন করলেন কেন? হুযূর (সঃ) উত্তর দিলেন, 'এ বৃষ্টি তো তাজা তাজা আমার প্রিয় মালিকের কাছ থেকে নেমে এসেছে' (সুনান আবূ দাউদ, বাব কিতাবুল আদব)। অপর এক রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে, বছরের প্রথম বৃষ্টি আসলে হুযূর (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম মাথার উপরের কাপড় সরাতেন এবং আঁ হযরত (সঃ) বলতেন, 'এ তো আমাদের মালিকের কাছ থেকে তাজা তাজা বৃষ্টি নেমে এসেছে। এ সবচেয়ে বেশি বরকতপূর্ণ' (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৪৯৩৭)।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আঁ হযরত (সঃ) বৃষ্টির প্রথম কয়েক ফোঁটা নিজ মুখে নিতেন।

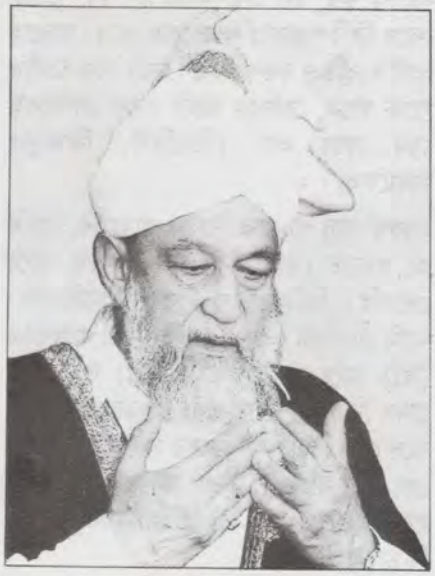

হযরত ফুযায়েল বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সঃ) একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ?' সে বলল, 'ভাল আছি,' হুযূর (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ?' সে বলল, 'ভাল আছি।' হুযূর (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন , 'কেমন আছ?' সে বলল, 'আমি ভাল আছি, আল্লাহ্র প্রশংসা করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' হুযূর (সঃ) বললেন, 'ঠিক বলেছ। এমনই উত্তর হওয়া আবশ্যক' (তিবরানী)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে আযাব কেন দিবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং ঈমান আন, (সূরা নিসা ঃ ১৪৮)।

"এখানে আল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আযাব আসার পূর্বে বান্দারা শোকরগুযারী করলে ঈমান রাখলে আযাব দূরীভূত হয়ে থাকে" (আইয়ামুস সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন নং ১৪, পৃঃ ২৩৩)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, "হাজার হাজার মানুষ ইবাদতের প্রতি অমনোযোগী। আল্লাহ্তাআলা আযাবের ভীতি প্রদর্শন না করলে তো সবাই আল্লাহ্কেও অস্বীকার করে বসবে। এ তো তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি ঘুমন্তদের ভীতিপ্রদর্শন করত ঘুম ভাঙ্গাতে চেষ্টা করেন। নতুবা তাঁর কি প্রয়োজন যে, তিনি মানুষকে আযাব দিতে যাবেন। যেমন তিনি বলেছেন,

'তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে এবং তাঁর উপর ঈমান রাখলে তোমরা তাঁর কী হয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে আযাব দিতে যাবেন' (মলফূযাত ঃ ৩, পৃঃ ২০৬)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, হাদীসে আছে, হ্যাঁ মুশ্তে খাকরা আগার না বখ্শম চে কুনম'-এক মুষ্টি মাটিকে ক্ষমা না করে কি করতে পারি। কোন হাদীসে এ রেওয়ায়াত পাওয়া যায় নি, তবে হযরত সাহেব এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন।

নিজ আত্মীয়-স্বজন এবং চাকরদের সাথে সদ্ব্যবহার, অনুগ্রহ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) ঘরে এসে হযরত খদীজা (রাঃ)-এর কথা গভীর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার সাথে বার বার স্মরণ করতেন। একবার হুযূর (সঃ) কারো কণ্ঠস্বর শুনে বলে উঠলেন, 'ইয়া আল্লাহ্! এতো হালা'র কণ্ঠস্বর!' এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'সেই বুড়ীর কথা বার বার কেন স্মরণ করেন? আল্লাহ্ আপনাকে তার চেয়ে ভাল স্ত্রী দিয়েছেন।' একথা শুনে আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ আমাকে তার (অর্থাৎ হযরত খদীজার) চেয়ে ভাল স্ত্রী দেন নি। খদীজা সেই যুগে আমাকে গ্রহণ করেছিল যখন অন্য কেউ আমাকে গ্রহণ করত না। সে এমন সময় আমাকে সাহায্য করেছে যখন আমাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। তারই থেকে আল্লাহ্ আমাকে সন্তানও দিয়েছেন, (মুসনাদ আহমদ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৭)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) ছাগল জবাই করলে অবশ্যই এর মাংস হযরত খদীজার (রাঃ) বান্ধবীদেরকে উপহার পাঠাতেন' (বুখারী, কিতাবুল আদব)।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই অনেকভাবে বড় বড় কুরবানী (ত্যাগ) এবং সেবার সুযোগ নিয়েছিলেন। এ কারণে হুযূর (সঃ) তাঁর কুরবানীকে খুব মূল্যায়ন

করতেন- কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করতেন। একবার এক সাহাবী হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে বিরোধ প্রকাশ করেছিলেন। একথা শুনে আঁ হযরত (সঃ) দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমাকে আল্লাহ্ যখন নবুওয়ত প্রদান করলেন, তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। অথচ আবূ বকর আমার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করেছিলেন এবং নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তোমরা কি আমার এ সঙ্গীর মনে কষ্ট না দিয়ে পার না?'

আঁ হযরত (সঃ) মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন, 'মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি আমার সমর্থন, সহযোগিতা ও সঙ্গ দিয়েছেন আবূ বকর। আমি যদি আমার উম্মতের কাউকে বন্ধু বানাতাম তবে আবূ বকরকে বানাতাম' (বুখারী, কিতাবুল মানাকেব)।

আঁ হযরত (সঃ) যে দিন নবুওয়তের দাবী করেছিলেন সেদিন হযরত আবূ বকর (রাঃ) মক্কার বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। যেদিন তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন, তার দাসী তাঁকে বলল, 'আপনার বন্ধু তো পাগল হয়ে গেছে!' আবূ বকর জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোন্ বন্ধু পাগল হয়ে গেছে? আঁ হযরত (সঃ)-এর নাম নিয়ে বলেছিল যে, তিনি তো দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। একথা শুনেই হযরত আবূ বকর (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। তিনি হযরত রসূল (সঃ)-কে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এমন কোন দাবী করেছেন?' হুযূর (সঃ) ভাবলেন, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে যেন হোঁচট না খায়, আমি তাকে বুঝিয়ে বলব। হুযূর (সঃ) বুঝিয়ে বলতে চাইলেন। আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'আপনি আমাকে দলিল দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা না করে স্পষ্ট বলুন, আপনি কি দাবী করেছেন?' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, আমি দাবী করেছি।' হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'আপনার দাবীর প্রতি আমি ঈমান আনলাম (বিশ্বাস স্থাপন)। আমার কোন যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আপনার চেহারা দেখেই বুঝা যায়, আপনি সত্যদাবীদার।'

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করতেন, 'ইয়া আল্লাহ্! আবূ বকরের প্রতি করুণা বর্ষণ কর, সে আমার সাথে নিজ কন্যার বিয়ে দিয়েছে। হিজরতের সময় আমার সঙ্গে থেকেছে। বেলালকে নিজ অর্থ ব্যয় করে মুক্তি দিয়েছে। আল্লাহ্ উমরের প্রতিও করুণা বর্ষণ কর। সে সদা-সর্বদা সঠিক কথা বলে তা যদি অপ্রিয় কথাও হয়। আল্লাহ্ উসমানের প্রতিও করুণা নাযেল কর, সে এত লজ্জাশীল যে, তাকে দেখে ফিরিশ্‌তারাও লজ্জাবোধ করে। আল্লাহ্ আলীর প্রতিও করুণা কর। সত্য যেন আলীর পক্ষে থাকে, যেদিকে আলী থাকে সেদিকেই যেন সত্য হয়' (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকেব)।

হযরত আবূ গফ্‌ফার বর্ণনা করেছেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে জারানা নামক স্থানে দেখেছি। তিনি মাংস বিতরণ করছিলেন। আমি দেখলাম, একজন মহিলা আঁ হযরতের (সঃ) কাছে আসলে হুযূর (সঃ) তার জন্য চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং সে চাদরের উপর বসে গেল। আমি মানুষদের জিজ্ঞেস করলাম, কে এই মহিলা? তারা বললেন, ইনি আঁ হযরতের (সঃ) দুধ-মা, হালিমা' (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব)।

মদীনায় হিজরতের পূর্বের বছর মদীনার ৭০ জন মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁরা আঁ হযরত (সঃ)-এর হাতে বয়াতের পরে বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! মদীনার ইহুদীদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক আছে। এখন ইসলাম গ্রহণ করে আমরা আপনার সাথী হয়ে গেলে তাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক থাকবে না। এমন তো হবে না যে, বিজয় লাভের পরে আমাদেরকে ছেড়ে আপনি মক্কায় যাবেন? একথা শুনে হুযূর (সঃ) হেসে বললেন, 'কখনও না, আমার রক্ত তোমাদের রক্ত, তোমাদের হেফাযত, আমার হেফাযত, তোমাদের সম্মান আমার সম্মান। আমি তোমাদের, তোমরা আমার হয়ে গেছ। যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হবে আমিও তোমাদের হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যাদের সাথে তোমরা অপোষ করবে আমিও তাদের সাথে আপোষ করব" (সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০, ৫১)।

বড় প্রসিদ্ধ ঘটনা। আপনারা জানেন, হুনায়েনের যুদ্ধের পরে মালে গনীমত ভাগাভাগি হচ্ছিল। একজন আনসারী আপত্তি করেছিল এই বলে, আঁ হযরত (সঃ) নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের (মক্কার লোকদের) বেশি দিচ্ছেন, আনসারদের কম দিচ্ছেন। এর জবাবে আঁ হযরত (সঃ) বড় মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিয়েছিলেন। হুযূর (সঃ) বললেন, 'হে আনসাররা! তোমরা যদি বল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যখন একা খালি হাতে মদীনায় এসেছিলেন, আপনাকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম, আশ্রয় দিয়েছিলাম সাহায্য করেছিলাম, তখন আপনার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমরা আপনার জন্য আর্থিক কুরবানী করেছি। আপনি এখন বিত্তশালী হয়ে গেছেন। তোমরা যদি এসব কথা বল, আমি এসব কথার সত্যতাকে স্বীকার করবো। হে আনসার, তোমরা যে উপত্যকায় চলবে আমিও সেই উপত্যকায় সফর করবো আমার জন্য যদি হিজরত ঐশী তকদীর অনুযায়ী না হতো তবে আমি তোমাদের সঙ্গী হতে পসন্দ করতাম। তোমরা আমার এমন নিকটের যেমন আমার শরীরের পোশাক যা আমার শরীরের সাথে লেগে আছে আর এমন যেমন উপরের কাপড় হয়" (মুসনাদ আহমদ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৬)।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্‌জাশী যখন মারা গেলেন, আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারা জানিয়ে ছিলেন যে, নাজ্‌জাশী মারা গেছেন। সেই বাদশাহ্ আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্যতায় বিশ্বাস করতেন। যখন কিছু সংখ্যক সাহাবা হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন তখন তিনি এঁদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর শুনে তার জন্য নামাযে জানাযা-গায়েব পড়ালেন। আঁ হযরত (সঃ) জানাযা-গায়েব পড়াতেন। অতএব এটা হুযূর (সঃ)-এর সুন্নত। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবরে আঁ হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'তোমরা তোমাদের এ ভাইয়ের জন্য ইস্তিগফার পড়' (বুখারী, কিতাবুল মানাকেব)

একবার এ বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে একদল লোক আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে এসেছিল। হুযূর (সঃ) স্বয়ং তাদের খেদমত করতে আরম্ভ করলে সাহাবারা বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কেন? আমাদেরকে খেদমতের সুযোগ দিন।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'না, আমাকে খেদমত করতে দাও। এরা আমার সাহাবায়ে কেরামের খেদমত করেছে, অতএব আমি নিজে এদের খেদমত করতে চাই' (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৭)।

হযরত রাবেয়া (রাঃ)-এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা মুসনাদ আহমদ-এ উল্লেখিত আছে। এর সারাংশ এই যে, রাবেয়া আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমত করতেন। একবার হুযূর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'রাবেয়া! তুমি বিয়ে করবে না?' সে বলল, 'না'। তারপর হুযূর (সঃ) আবার সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, 'না'। তারপর সে চিন্তা করল, হুযূর (সঃ) আমার সম্পর্কে নিশ্চয় ভাল জানবেন। অতএব আবার যদি হুযূর (সঃ) জিজ্ঞেস করেন তবে আমি হ্যাঁ বলব। সুতরাং পরের বার হুযূর (সঃ) আবার যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ে করবে না?' সে বলল, 'জ্বী হ্যাঁ'। একথা শুনে হুযূর (সঃ) তাকে বললেন, 'তুমি আনসারদের অমুক পরিবারে গিয়ে আমার কথা বল, আমি তোমাকে তাদের অমুকের মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। সে যখন সেই পরিবারে গিয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রস্তাব বললো, মেয়ে পক্ষ সাথে সাথে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এবং তার সেখানে বিয়ে হয়ে গেল। তারপর আঁ হযরত (সঃ) সেই যুবকের দাওয়াতে ওলীমার ব্যবস্থা করলেন এবং স্বয়ং দাওয়াতে শামিল হলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে হুযূর (সঃ) দোয়া করলেন (মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আল্ মদীনিয়ীন)

এক রেওয়ায়াতে হযরত আবূ কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর এক যাত্রা পথে পানির সংকট দেখা দিয়েছিল। পানির খোঁজে কিছু লোক দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং আবূ কাদাতা পেছনে রয়ে গেলেন এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে সাথে থাকলেন যেন হুযূর (সঃ)-এর হেফাযত করেন। আঁ হযরত (সঃ) তাকে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমার হেফাযত করবেন, কারণ তুমি তাঁর নবীর হেফাযত করছ' (আবূ দাউদ)।

হযরত সালমান বিন আবি সুরাহ্বিল বর্ণনা করেছেন, আমি খালেদের ছেলে হাব্বা ও সাওয়ার থেকে শুনেছি, তারা বলেছেন, 'আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। হুযূর (সঃ) কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা হুযূর (সঃ)-এর সাথে সহযোগিতা করলাম, হুযূর (সঃ) আমাদের সকলকে দোয়া দিলেন" (মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ মাক্কীয়ীন)।

আঁ হযরত (সঃ) যখন তায়েফের সফর শেষ করে মক্কা ফেরত আসলেন, মোতয়িম বিন আদী হযরত (সঃ)-কে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাই মোতয়িম বিন আদীর ছেলেদের তরবারির ছায়ার নীচে তিনি (সঃ) মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। মোতয়িম বিন আদী কাফির হওয়া অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। হযরত হাস্সান বিন সাবিত তার প্রশংসায় জোরালো কবিতা লিখেছিলেন যা তার গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে।

মুহাম্মদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেছেন, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যারা যুদ্ধ-বন্দী হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'আজ যদি মোতায়িম বিন আদী জীবিত থাকতেন এবং এসব বন্দীদের পক্ষে সুপারিশ করতেন, আমি তার সুপারিশে এদের মুক্তি দিয়ে দিতাম' (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী বাব মান সাম্মা মিন আহলে বদর)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দাবীর পূর্বে এক সময় 'নেয়ামতুল বারী' বলে একখানা বই লিখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, লিখতে আরম্ভও করেছিলেন। কিন্তু আরম্ভ করার পরপরই লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রেওয়ায়াত আছে যে, তিনি এ কথা ভেবে লিখা বন্ধ করেছিলেন যে, "আমার সাধ্য কি যে আমি আল্লাহ্র নেয়ামত গুণে শেষ করতে পারি বা শোকরগুযারী করতে পারি? এত বেশি নেয়ামত যে, বৃষ্টির ফোঁটার মত ঝরছে। এই বলে কলম রেখে দিয়েছিলেন যে, "আল্লাহ্র নেয়ামতকে কেউ গণনা করতে পারে না। সুতরাং এ তো কখনই সম্ভব নয় যে, আমি নেয়ামতে বারিকে গলতে পারব। সমস্ত পৃথিবী এবং এর একটি একটি বিন্দুকে এবং বিশ্বের পরিচালনা ব্যবস্থাকে আমি দেখেছি, আমাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আমি বুঝেছি যে, আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ, পুরস্কারসমূহকে গণনার কথা চিন্তাও করতে পারে না। আমার কাছে এ রহস্য ধরা পড়েছে, 'তুমি যদি চেষ্টাও কর কখনই এ সমস্ত নেয়ামতকে গণতে পারবে না" (হায়াতে আহমদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০৮)।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, "একদিন হযরত আকদস (আঃ) গৃহের এক অংশের একটি দেয়াল সম্পর্কে হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ) ভিন্নমত পোষণ করছিলেন। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রাঃ) ভিন্ন মত পোষণ করছিলেন। হযরত মৌলভী সাহেব হযরত সাহেবের খেদমতে বিষয়টি পেশ করলেন। হযরত সাহেব বললেন, 'তাঁর (হযরত আম্মাজানের) ইচ্ছাই কার্যকর হবে। দেখ, আল্লাহ্ আমাকে তার থেকে সন্তান দিয়েছেন, তিনি আমার অনেক সাহায্য করেছেন। আমি তাঁকে (আম্মাজান) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ নিদর্শন মনে করি" (সীরাত মসীহ্ মাওউদ, পৃঃ ৩৭৮)। হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি কখনও হযরত সাহেবকে তাঁর সাথে (আম্মাজান) অসন্তুষ্ট হতে দেখি নি। সকল অবস্থায় তাঁরা উভয়ে [হযরত সাহেব (আঃ) এবং হযরত আম্মাজান] এক উত্তম আদর্শবান জুটির আকারে বসবাস করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত আম্মাজানের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার খুব মূল্য দিতেন। খুব কম দম্পতিই এমন হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত আম্মাজানের হয়ে যে নযম লিখেছেন- এর কয়েকটি পংক্তি (অনুবাদ) ঃ

"হে আল্লাহ্! বড় আশ্চর্যের বিষয়, তুমি এত বেশি নেয়ামত দিয়েছ আমাকে। হে আমার মালেক! আমি কি করে তোমার এত নেয়ামতের শোকরগুযারী করতে পারি? আপদমস্তক তোমার অনুগ্রহ আমার উপর হয়েছে। হে আমার খোদা! তোমার অনুগ্রহের বৃষ্টি সর্বদাই আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে। আমি কি করে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব হে আল্লাহ্। আমি তো তুচ্ছ একজন, কিন্তু তোমার রহমত তো অপরিসীম।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কখনও কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না- তা সে হুযূর (আঃ) -এর বেতন ভোগী চাকর হোক অথবা তাঁর হাতে বয়াত করা জামাতের লোকই হোক। বরং প্রত্যেককে নিজ পরিবারের একজন, নিজ শরীরের একটি অঙ্গই মনে করতেন। হুযূর (আঃ) নিজ আচরণের দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সবাই তাঁর আপনজন এবং তিনি কখনও কাউকে কোন বিষয়ে অবমাননাকর পরিস্থিতির স্বীকার হতে দেন নি। তিনি নিজ সেবকদের এবং বন্ধুদের মানহানি অন্যের দ্বারাও হতে দিতেন না। তিনি সামান্য চাকর-বাকর, সেবকদের সাথেও সম্মানপূর্বক আচরণ করেছেন। সেবকদের সামান্য সামান্য সেবা কর্মেরও খুব সম্মান ও মূল্যায়ন করতেন। তাদের খুশী করতেন, তাদের যা পুরস্কার প্রাপ্ত হতো সব সময় এর চেয়ে বেশি দিতেন।

যখন তিনি কোন বই রচনা করতেন এবং এর ছাপার কাজ চলত তখন যারা এ কাজে তাঁর

সাহায্য করতেন তাদের বড় আদর-আপ্যায়ন করতেন। সাধারণত যা পারিশ্রমিক কারো পাওনা হতো তিনি এর চেয়েও অধিক দিতেন। তাছাড়াও বার বার তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। যারা নিজ চোখে দেখেছেন, নিজ হাতে হুযূর (আঃ)-এর আদর -আপ্যায়ন পেয়েছেন, হুযূর (আঃ)-এর অনুগ্রহ ও আদর-যত্ন পেয়েছেন, আজ [হযরত (আঃ)-এর পরে] অন্য কেউ তাদেরকে তেমন খুশী করতে পারবে না যেমন হুযূর (আঃ) তাদের খুশী করেছেন" [সীরাত মসীহ্ মাওউদ (আঃ), পৃঃ ৩৫৯-৩৬০]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সুন্নত অনুযায়ী আমিও যখন অনেক বেশি কাজ করতাম, বই রচনা করতাম, অনেক পুরুষ মহিলারা আসতেন আমাকে সাহায্য করতে; (সেচ্ছাসেবী) আমার তখন সামর্থ্য ছিল গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতাম আমি নিজে আমার সেই সাহায্যকারীদের জন্য উপর থেকে খাবার নিয়ে আসতাম। আল্লাহ্ আমাকে সুযোগ ও সামর্থ্য দিয়েছেন আমিও হযরত আকদস (আঃ)-এর অনুরূপ আমল করেছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন;

'আমি এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারি না যে, তিনি আমাকে একা রাখেন নি। আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী, আমার এ জামাত যা আল্লাহ্ নিজ হাতে প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ জামাতে যারা প্রবেশ করেছেন তারা আন্তরিকতা এবং ভালবাসায় অসাধারণ। আমি নিজ পরিশ্রম দিয়ে নয় বরং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে এ ধরনের পবিত্রাত্মা, ন্যায় ও সততায় ভরা রূহ্‌সমূহ আমাকে দান করেছেন।

সর্বপ্রথম আমি আমার এক আধ্যাত্মিক ভ্রাতার কথা উল্লেখ করার অনুপ্রেরণা বোধ করছি। তাঁর নূরানী ও পবিত্র হৃদয়ের অনুরূপ তাঁর নাম নূরুদ্দীন। তাঁর হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করে তিনি আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের যে বিরাট খেদমত করছেন আমি সর্বদা তাঁর এ খেদমতকে বড় আন্তরিকতার সাথে দেখি আর চিন্তা করি যে, হায়! আমি এত বড় খেদমত করার যদি সৌভাগ্য লাভ করতাম।'

এখানে দেখুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজে কত বড় খেদমতে রাত দিন ব্যস্ত থাকতেন কত বড় খেদমত করেছেন; কিন্তু এরপরও নিজ অনুসারীদের খেদমতকে কত বড় করে দেখতেন। আক্ষেপ করছেন, "হায়, আমিও যদি এত বড় খেদমত করতে পারতাম।"

একবার একজন সাহাবী দেখলেন হযরত আকদস (আঃ) মসজিদ মোবারকে পদচারণা করছেন- তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝরছে, তিনি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ)-এর কবিতার একটি পংক্তি গুন গুন করে পড়ছেন- আর কাঁদছেন-

"কুনতাস্ সাওয়াদা লেনাযেরি ফাআমেয়া আলাইকান্ নাযেরু ...."

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'হযরত আপনি কাঁদছেন কেন?' হযরত আকদস বললেন, "আক্ষেপ হয় আমার, আঁ হযরত (সঃ)-এর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে আমি যদি এ পংক্তিটি রচনা করতে পারতাম (কত ভাল হতো)।"

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্তরে আঁ হযরত (সঃ)-এর জন্য যে গভীর ভালবাসা ছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন -

"আমার বন্ধুরা সবাই বড় মুত্তাকী। তাদের মাঝে অন্তর্দৃষ্টিতে বেশি শক্তিশালী, বড় গভীর জ্ঞানের অধিকারী, নম্রতা ও দয়ায় বেশি উন্নত, ঈমান ও আনুগত্যের দিক থেকে বেশি পরিপূর্ণতার অধিকারী; ভালবাসা ও রূহানী জ্ঞানে বেশি গভীর জ্ঞানের অধিকারী; আল্লাহ্‌র ভয়ে বেশি ভীত, বিশ্বাসে বেশি দৃঢ়, ধীর-স্থির চিত্তের অধিকারী, একজন মহাপুরুষ, অত্যন্ত ভদ্র, মুত্তাকী, আলেম, ন্যায়পরায়ণ, ফেকাহ্ শাস্ত্রে পারদর্শী, হাদ্দিস (হাদীস বিশারদ) মহা সম্মানের অধিকারী; খুবই উপযুক্ত হেকীম (চিকিৎসক), মহান ব্যক্তিত্ব, হাফেযে কুরআন, হাজীউল হারামায়েন; কোরায়েশী; ফারুকী, যাঁর নাম মৌলভী নূরুদ্দীন ভেরবী সাহেব। আল্লাহ্ তাঁকে ইহকাল ও পরকালে বড় সওয়াব প্রদান করুন। তিনি আমার প্রথম যুগে অত্যন্ত পবিত্র হৃদয়ে, সততার সাথে আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে আমার বয়াত করেছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যে, পার্থিব জগতের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে, ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ধর্মের খেদমতের দিক থেকে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনি বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র দীনের প্রচারে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেন। আমি তাঁকে এমন খাঁটি নিবেদিত প্রাণ মানুষ হিসেবে পেয়েছি যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করাকে তিনি সর্বদা সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, অন্য সমস্ত বিষয়ের চেয়ে নিজ সন্তান, ছেলে-মেয়ের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার দেন। আমি তাঁকে এমন ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত পেয়েছি যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ খুঁজে বেড়ান এবং নিজের জান-মাল ব্যয় করে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থেকে দিন কাটান। আমি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যিনি আমাকে এমন সত্যবাদী, সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা, বড় সম্মানিত বুযুর্গ ব্যক্তি, অত্যন্ত সাহসী, সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন, গভীর চিন্তা শক্তির অধিকারী, আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রামী এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে আমার সাথে অত্যন্ত সততার সাথে এমন ভালবাসা রাখেন যেমন অন্য কেউ পারে নি" (হামামাতুল বুশরা, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খন্ড; পৃঃ ১৮০)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, "আমার অনুসারীদের কেউ কেউ এমন সততা ও সত্যের প্রতীক, যারা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কোন নিদর্শনের অভাব বোধ করেন নি, কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে শত শত নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছেন। কোন একটি নিদর্শনও যদি না দেখানো হতো তবুও তাঁরা আমাকে সত্যবাদী বলে জানতেন এবং আমার সমর্থন করতেন। যেমন মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব কোন নিদর্শন চান নি। তিনি আমার কথা শুনেই আমান্না (আমরা ঈমান এনেছি) বলে ঘোষণা করলেন। ফারুকী হয়ে (বংশধর) সিদ্দিকীয়তের আমল দেখিয়েছেন" (আল্ হাকাম, ২৪ নভেম্বর ১৯০২)। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মত আমাকে দেখেই বললেন, 'আমি আপনার দাবীতে বিশ্বাস করলাম।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিশানে আসমানী কিতাবে লিখেছেন,

'চে খুশ্ বুদে আগার হারেক আয উম্মত নূরে দী বুদে হামী বুদে আগার হার দিল পুর আয নূরে ইয়াকী বুদে'

"অর্থ ঃ কতই না ভাল হয়, যদি উম্মতের সবাই নূরুদ্দীন হয়ে যায় অবশ্যই এমন হোক, যদি প্রত্যেক হৃদয় নূরুদ্দীনের মত দৃঢ়-বিশ্বাসে, দৃঢ়-ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়" (নিশানে আসমানী পৃঃ ৪৬)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর আরবী নযমে হযরত মৌলভী সৈয়্যদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব (রাঃ)-এর সম্পর্কেও খুব প্রশংসা

করেছেন। একবার মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবের সাথে 'মুনাযারা' বা তর্ক-যুদ্ধ হয়েছিল। হযরত (আঃ) অনেক দোয়া দিয়ে হযরত মৌলভী সৈয়্যদ সরওয়ার শাহ্কে পাঠিয়েছিলেন। সেই মুনাযারার বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত (সঃ) তাঁকে গযনফর (বাঘ) আখ্যা দিয়েছেন, যিনি বড় সাহসিকতার সাথে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং মৌলভী সানাউল্লাহ্ ভীষণভাবে পরাজিত হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"নির্ধারিত সময়ে যখন উভয়পক্ষ তর্কযুদ্ধের জন্য নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেলেন, জনগণকে জানিয়ে দেয়া হলো। অনেক লোক একত্র হয়ে গেল। গোপনে আমার বন্ধুদের মনে ভয় হয়েছিল। কারণ এ জাতির হিংস্রতা তারা জানত। অতএব আকাশ থেকে আমার সাহাবাদের অন্তরে সান্ত্বনা নাযেল হয়েছিল। আল্লাহ্ সাহায্য করছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে অসাধারণ বক্তব্য পেশ করার সামর্থ্য প্রদান করলেন। রূহুল কুদুস তাকে সাহায্য করছিলেন। সানাউল্লাহ্ সাহেব নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। আমাদের পক্ষ থেকে মৌলভী সরওয়ার শাহ্ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রতিযোগিতার মাঠটা এক জঙ্গলের মত হয়েছিল যেখানে একদিকে নেকড়ে বাঘ চিৎকার করছিল অপরদিকে বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছিল" (ইজাযে আহমদী)

এবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সম্পর্কে এ কথার উল্লেখ করতে চাচ্ছি যে, তিনি নিজ কিতাবে এমন সব লোকের নাম বড় কৃতজ্ঞতার সাথে, ভালবাসার সাথে, সম্মানের সাথে উল্লেখ করছেন যারা সেই যুগে কয়েক আনা বা দু'এক টাকা চাঁদা দিয়েছেন। এমনভাবে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন যেমন তাঁরা হযরতের (আঃ) নিকট কয়েক আনা চাঁদা দিয়ে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমন সব চাঁদার উল্লেখ করে নিজ কিতাবে ছেপে দেয়া বড় আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?

আমাদের জন্য লাভ হয়েছে এই যে, আজ তাঁদের নাম দেখে আমাদের অন্তরে তাঁদের জন্য দোয়া সৃষ্টি হয়। আজ জামাত শতশত কোটি টাকা ইসলামের জন্য ব্যয় করছে। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, সেই যুগের কয়েক আনা বা টাকারই বরকত যা সেদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম পেশ করেছিলেন। এক একটি পয়সা তাঁরা জমাতেন। আর যখন যা পারতেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে ধর্মের সেবায় ব্যয় করার জন্য পেশ করে দিতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-একজন সেবক হযরত শেখ হামেদ আলীর কুরবানীর কথা হযরত সাহেবের ভাষায় শুনুন। "এ যুবক একজন সালেহ্ (ন্যায়পরায়ণ) ও সালেহ্ বংশের সন্তান। প্রায় সাত আট বছর ধরে আমার খেদমত করছেন। আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, তিনি আমার সাথে নির্মল হৃদ্যতা ও ভালবাসা রাখেন। ... তিনি অবশ্যই আল্লাহ্র প্রতি অগাধ ঈমান রাখেন, কিন্তু এমন ঈমান গরীবদের দেয়া হয়েছে। ধনবানদের মাঝে এমন অমূল্য ধনপ্রাপ্ত ব্যক্তি খুব কম। শেখ হামেদ আলী সাহেব আমার অনেক নিদর্শন দেখেন। কারণ তিনি অধিকাংশ সময় কাদিয়ানে বা সফরে আমার সাথে সাথে থাকেন। অতএব আল্লাহ্তাআলা তার জন্য অনেক কিছু দেখার সুযোগ করে দেন। ...." একথাও তার সম্পর্কে হযরত সাহেব (আঃ) লিখেছেন, "অলসতা ও দুর্বলতা তার মাঝে অনেক আছে। হামেদ আলী সাহেব অলস প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু তিনি মধ্যম প্রকৃতির এবং মুক্তাকী ও বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী দায়িত্ববান ব্যক্তি। আল্লাহ্তাআলা তার দুর্বলতা দূর করে দিন (আমীন)"।

"হামেদ আলী সাহেব মাসে আমার কাছ থেকে কেবল তিন টাকা বেতন পেয়ে থাকেন। তাথেকে জামাতের খেদমতের জন্য নিজ ইচ্ছায় সানন্দে প্রতি মাসে চার আনা চাঁদা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্র নামে আমাকে ভালবাসেন। তার সাথে তার চাচা শেখ চেরাগ আলী সাহেবও যিনি সকল গুণাবলী সহ শেখ হামেদ আলীর সমান সমান এবং প্রায় এক রং এবং সাহসী (ইযালায়ে আওহাম; রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড; পৃঃ ৫৪০-৫৪১)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

"আমি আমার জামাতের আন্তরিকতা, ভালবাসা দেখে আশ্চর্য হই। অনেকের আয় অতি অল্প। যেমন মিয়া জামালুদ্দীন, খয়রুদ্দীন এবং ইমাম উদ্দীন কাশ্মীরী আমাদের গ্রামের কাছেই থাকেন। এরা তিন ভাই বড় গরীব, সম্ভবত তারা দৈনিক তিন / চার আনায় দিন মজুরী করেন। কিন্তু বড় আগ্রহ্ ও উদ্দীপনার সাথে প্রতি মাসে চাঁদা দেন। তাদের বন্ধু মিয়া আব্দুল আযীয পাটওয়ারী সাহেবের আন্তরিকতা দেখেও আমি আশ্চর্য হই। খুব কম উপার্জন সত্ত্বেও একদিন একশ' টাকা চাঁদা দিয়ে গেলেন যেন সেই টাকা আমি যেন আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করি। কে জানে বেচারা গরীব কত বছরে সেই একশ' টাকা জমা করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র ভালবাসায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দিয়ে গেলেন" (যামীমা আনজামে আথম; রূহানী খাযায়েন; ১১ খন্ড, পৃঃ ৩১৩-৩১৪)।

অনুরূপভাবে আর একজন সেবক (খাদেম) আব্দুল কাদের জামালপুরী সম্পর্কে লিখেছেন, "মৌলভী আব্দুল কাদের সালেহ্ (ন্যায়পরায়ণ) যুবক। মুত্তাকী এবং সদা তাকওয়া অবলম্বনকারী। সেই বিপদের যুগে যখন মোল্লারা মূর্খতা ও কুধারণাবশত বিরোধিতার ঝড় তুলেছিল, মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব বড় দৃঢ়তার সাথে প্রথম সারীর মু'মিনদের শামেল থেকেছেন এবং দাওয়াত ইলাল হাক্ক (সত্যের দাওয়াত) করেছেন। খুব কম টাকা বেতনে তাকে তার প্রয়োজন মেটাতে হয়। এরপরও তিনি দুই আনা ছয় পয়সা মাসিক চাঁদা দেন" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড; পৃঃ ৫৩৮)।

এবার দেখুন সেযুগের চাঁদা দাতাদের কতবড় মর্যাদা, তাঁদের নাম কিতাবে লেখা হয়ে গেছে, অনাগত ভবিষ্যতে সবাই তাঁদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন। আজকাল তো কোটি টাকা চাঁদা দেবার লোকও হয়েছেন। আমার কাছে বিভিন্ন সময় এমন লোকেরা আসেন যারা বেশি টাকা দিয়ে রশিদও নিতে চান না। বলেন, "যেখানে আপনি চান সেখানে খরচ করবেন।" আজকের এমন কোটি টাকাও সে যুগে কয়েক আনার সমান।

হায়দ্রাবাদের একজন মৌলভী সৈয়্যদ মরদান আলী সাহেব এবং মৌলভী সৈয়্যদ কামরান আলী সাহেব, মৌলভী আব্দুল হামিদ সাহেব যারা নিজ নিজ মাসিক আয় থেকে দশ টাকা করে প্রতিজন প্রতি মাসে চাঁদা দেন। অনুরূপভাবে মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব ভেরবী, মুনসী আড়োরে খান সাহেব কপুরথলা তাদের বন্ধু ডাক্তার খলীফা রশিদ উদ্দীন সাহেব চাকরাতা, ডাক্তার বুড়ে খান সাহেব কসুর, সৈয়্যদ নাসের শাহ্ সাহেব, সাবওভারশিয়ার, হাকীম ফযলদীন সাহেব

ভেরবী, খলীফা নূর দীন, জম্মু সবাই বড় হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে যাচ্ছেন। এমনই আল্লাহ্‌র নামে আমাদেরকে ভালবাসেন, বড় আন্তরিক মুখলেস জামাত সিয়ালকোট, এরা সবাই নিজ নিজ সামর্থ্যের ও সাধ্যের চেয়ে বেশি বেশি খেদমতে লেগে আছেন। এমনই আমাদের প্রিয় আনোয়ার হোসেন সাহেব, রইস শাহ্ আবাদ, জান-প্রাণ দিয়ে খেদমত করে যাচ্ছেন" (যামীমা আনজামে আথম; রূহানী খাযায়েন; ১১ খন্ড, পৃঃ ৩১৩)।

হযরত হাফেয মুইন উদ্দীন সাহেব সম্পর্কে উল্লেখ আছে; জামাতের খেদমতের বড় আগ্রহ ও উৎসাহ রাখেন। অথচ তার নিজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, বড় কষ্টে দিন কাটান। প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে কোন কাজ-কামও করতে পারেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুরনো খাদেম হওয়ার কারণে কিছু কিছু মানুষ তাঁকে ভালবাসা ও আন্তরিকতা দেখাতেন (টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন)। কিন্তু হযরত হাফেয মুইন উদ্দীন সাহেবের নিয়ম ছিল, তিনি এভাবে পাওয়া টাকা-পয়সা নিজের জন্য খরচ করতেন না বরং জামাতী খেদমতের জন্য হযরত সাহেব (আঃ)-এর খেদমতে পেশ করতেন। এমন কোন অর্থ কুরবানীর আহ্বান হয় নি যাতে তিনি কিছু অর্থ কুরবানী পেশ না করেছেন। হযরত হাফেয সাহেবের অবস্থা অনুসারে তাঁর এ আর্থিক কুরবানীকে সামান্য কুরবানী বলা যায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বহুবার হাফেযের খেদমতের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'হাফেয সাহেব স্বয়ং অভুক্ত থেকেও অর্থ কুরবানী করেছেন' (আসহাবে আহমদ, ১১তম খন্ড, পৃঃ ২৯৩)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"আমার প্রিয় বাবু করম এলাহী সাহেব পাটিয়ালা রাজ্যের রাজপুরা শহরের রেকর্ড ক্লার্ক। বাবু সাহেব বড় নিষ্ঠাবান এবং মধ্যপন্থী। তিনি আমাকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন, "আপনার বই পড়ে যদিও মোল্লাদের অন্যায় অভিযোগ শুনে প্রথমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে আল্লাহ্‌র কৃপায় আমার অন্তর খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে, সামান্যতমও সন্দেহ বাকী নেই, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। আমি কি করে আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী করবো যিনি এ গোমরাহীর যুগে আমাকে সন্দেহমুক্ত করেছেন অথচ সন্দেহমুক্ত হওয়া মানুষের নিজ থেকে সম্ভব নয়। আমার মাসিক বেতন খুব অল্প, তবুও প্রতিমাসে কমপক্ষে এক টাকা করে আপনাকে জামাতের খেদমতের জন্য পাঠাতে থাকবো। কারণ সামান্য খেদমতের সুযোগ লাভ করাও পুরো বঞ্চিত থাকার চেয়ে উত্তম" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৩৮)।

'মিনারাতুল মসীহ্' নির্মাণের ব্যয় বহনে দু'জন মুখলেসীনের কুরবানীর উল্লেখ ঃ সেই যুগে আমার জামাতের দু'জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এ কাজের জন্য যে পরিমাণ চাঁদা দিয়েছেন তা অন্যদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। তাদের একজনের নাম মুন্সী আব্দুল আযীয, জেলা গুরুদাসপুরের পাটওয়ারী হিসাবে আছেন। তিনি খুব কম আয় থেকে একশ' টাকা চাঁদা দিয়েছেন। আমি মনে করি, এ টাকা তাঁর কয়েক বছরের জমা করা টাকা। তাছাড়া এ জন্যও প্রশংসার যোগ্য ঘটনা যে, ইতিমধ্যে অন্য এক কাজের জন্যও একশ' টাকা দিয়েছেন" (মজমুয়া ইশতিহারাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩১৪)।

এবার খুতবার শেষে এ কথা বলতে চাই, গত খুতবায় আমি গরীব মেয়েদের বিয়ে উপলক্ষ্যে খরচের জন্য কিছু টাকার আহ্বান (তাহরীক) করেছিলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি যে, জামাতের ভাইয়েরা এত বেশি উন্মুক্ত হৃদয়ে এ কুরবানীতে অংশ গ্রহণ করেছেন যে, আকাশ থেকে আল্লাহ্‌র ফযলের বৃষ্টি হয়েছে। যারা কুরবানী পেশ করেছেন তাদের নাম এক এক করে পড়া তো সম্ভব হবে না। তবু কিছু কিছু নাম বলে দেব। অনেক সময় নাম গোপন রাখাও বাঞ্ছনীয়। আবার প্রকাশ করাও যেতে পারে। এতে অন্যরা উৎসাহ বোধ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা সবাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

এ খাতে এক সপ্তাহে নগদ টাকা এবং প্রতিশ্রুতির আকারে এক লক্ষ নয় হাজার পাউন্ড জমা হয়েছে। কোন কোন মহিলা নিজেদের গহণাও পেশ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহে আলা যালেক।

ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বিধা হচ্ছিল, কিন্তু যে কমিটি এ কাজে বসেছিল তাদের পরামর্শ অনুযায়ী এ ফান্ডের নাম **মরিয়ম শাদী ফান্ড** রাখলাম। আশা করছি এ ফান্ড কোন দিন বন্ধ হবে না। চিরদিন গরীব মেয়েদের বিয়ে ও বিদায় সম্মানজক বিদায় হতে থাকবে। খুব বেশি টাকা দেয়া যাবে না। তবুও গরীব মা-বাপ যারা তাদের মেয়েকে কিছু দিতে পারে নি তাদের মনে দুঃখ থাকবে না। সম্মানের সাথে কিছু কাপড়-চোপড় পরিয়ে মেয়েকে বিদায় দিতে পারবেন। জামাতসমূহের পক্ষ থেকে ৯৫ হাজার ৮০৩ পাউন্ড এবং ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ১৩ হাজার ৫৩০ পাউন্ড। অর্থাৎ মোট এক লক্ষ নয় হাজার ৩৩৩ পাউন্ড, সোনার গহণা দু'সেট।

জামাতগুলো যা দিয়েছে এতে ইংল্যান্ডের মাশাআল্লাহ্ দশহাজার পাউন্ডের ওয়াদা। অষ্ট্রেলিয়া জামাত পাঁচ হাজার অষ্ট্রেলিয়ান ডলার। আমেরিকা পনর হাজার ছয়শ' পঁচিশ পাউন্ড; মজলিস আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তান তিন লক্ষ টাকা, তথা তিন হাজার দু'শ পঁচিশ পাউন্ড। ক্যানাডা জামাত এক লক্ষ ক্যানাডিয়ান ডলার তথা চল্লিশ হাজার তিনশ' তেইশ পাউন্ড দিয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী হয়েছে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান তিন লক্ষ টাকা (৩,২২৫ পাউন্ড)। তাহ্‌রীক জাদীদ পাকিস্তান বিশ লক্ষ টাকা তথা একুশ হাজার পাঁচশ' পাউন্ড। মোট পঁচানব্বই হাজার আটশ' তিন পাউন্ড।

ব্যক্তিগত ওয়াদা আমার পরে জনাব রফিক হায়াত সাহেব (আমীর ই.উ.কে) ব্যক্তিগতভাবে তিন হাজার পাউন্ড, মনসুর শাহ্ সাহেব একশ' পাউন্ড; চৌধুরী মোহাম্মদ আকরাম, ডালাস, আমেরিকা, ৫২৫ পাউন্ড; শাহ্‌রুখ্ সাহেবা আমেরিকা একশ' ডলার, রূহী শাহ্ সাহেবা দু' হাজার পাউন্ড, ডাক্তার শাব্বীর ভাট্টী সাহেব এক হাজার পাউন্ড; কানেতা শাহেদা রাশেদা সাহেবা লন্ডন; ওয়াক্‌ফে জিন্দিগীর স্ত্রী নিজে ও ওয়াক্‌ফে জিন্দিগী (ভাতা পান) পাচশ' পাউন্ড; নাইমা শাব্বীর ভাট্টী একটি সোনার সেট এবং দু' শ' পঞ্চাশ পাউন্ড, মুজাফ্‌ফর সালাম ভাট্টী একশ' পাউন্ড, ফাহিম আহমদ ভাট্টী বিশ পাউন্ড; ছেরী বেগম সাহেবা, হান্সলো তিনশ' পাউন্ড, তৈয়্যবাসীমা একশ' পাউন্ড; মেজর মাহমুদ আহমদ একশ' দশ পাউন্ড; শেখ ওয়াহিদ আহমদ সাহেব পঞ্চাশ পাউন্ড, আপা আমিনা সিদ্দীকা মান্নান তিনশ' পাউন্ড; শেখ মাহ্‌মুদ আহমদ, ডাক্তার ওলী শাহ্ ব্যক্তিগতভাবে পাঁচশ' পাউন্ড, নাসিম মাহ্‌দী (আমীর ক্যানাডা) এক হাজার ক্যানাডিয়ান ডলার। এরম আদেল সাহেবা একটি সোনার সেট। ব্যক্তিগতদের দানসহ মোট তের হাজার পাঁচশ' ত্রিশ পাউন্ড। আল্লাহ্ সবাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ০৪ এপ্রিল, ২০০৩ইং)

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(১৭তম কিস্তি)

আর এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, প্রাচীন মুদ্রা যদিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার বস্তু। এগুলোর মাধ্যমে বড় বড় ঐতিহাসিক রহস্য ও তত্ত্ব-তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। কিন্তু এরূপ প্রাচীন গ্রন্থাবলী, যা ক্রমাগতভাবে প্রত্যেক শতাব্দীর কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এসেছে এবং বড় বড় বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়েছে এবং এখনও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলোর মূল্য ও মর্যাদা সেসব মুদ্রা ও ফলকের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি। কেননা ফলক ও মুদ্রায় জালিয়াতিরও সুযোগ-সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই জ্ঞানমূলক পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী, যা (প্রণয়নের) সূচনা কাল থেকেই কোটি কোটি লোকের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে এবং প্রত্যেক জাতি সেগুলোর সংরক্ষণ করেছে এবং এখনও করছে সেগুলোর লেখা ও বক্তব্য নিঃসন্দেহে এমন উচ্চ পর্যায়ের সাক্ষ্যস্বরূপ যে, এগুলোর সাথে মুদ্রা বা ফলকের কোন তুলনাই হয় না। সম্ভব হলে এমন কোন মুদ্রা বা ফলকের নাম বলুন যা ব্'আলী সিনার আল্ কানূন গ্রন্থের ন্যায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। মোট কথা, সত্যান্বেষীদের জন্যে মারহাম-এ ঈসা (নামক মলম) এক মহান সাক্ষ্য বিশেষ। এ সাক্ষ্যটি গ্রহণ ও স্বীকার না করা হলে জগদ্ব্যাপী ঐতিহাসিক সকল সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা যেসব গ্রন্থে মারহাম-এ ঈসা-এর উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে, আজ পর্যন্ত সেগুলো যদিও সংখ্যায় এক হাজার বরং এর চেয়েও বেশি; কিন্তু এসব গ্রন্থ এবং এগুলোর প্রণেতাগণ কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত। এমন সুস্পষ্ট উজ্জ্বল ও শক্তিশালী সাক্ষ্য ও তথ্য-প্রমাণকে কেউ অস্বীকার করলে সে ইতিহাসলব্ধ প্রকাশ্য জ্ঞানের পরম শত্রু বলে প্রতীয়মান হবে। সে কি এত বিরাট, এত মহান সাক্ষ্য-প্রমাণকে উপেক্ষা করতে পারে? আমরা কি এমন ভারি ও শক্তিশালী প্রমাণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারি যা সারা ইউরোপ ও এশিয়া ব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান, মাজুসী ও মুসলমানদের নামকরা দার্শনিকদের যৌথ সাক্ষ্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে?

এখন, হে সুহৃদ সচ্চেতা গবেষকগণ! এ মহান ও চমৎকার প্রমাণটির দিকে ধাবিত হোন। হে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ! এ বিষয়টিতে একটু (নিষ্ঠার সাথে) মনোনিবেশ করুন। এমন উজ্জ্বল সাক্ষ্য-প্রমাণ কি উপেক্ষা করার যোগ্য? সত্যের এ 'সূর্য' থেকে (জীবনের) আলো আহরণ না করা কি সমীচীন? পক্ষান্তরে এমন ধারণার উদ্রেক সম্পূর্ণ অহেতুক ও উদ্ভট যে, হযরত ঈসা হয়তো তাঁর নবুওয়ত কালের পূর্বে আহত হয়েছিলেন অথবা নবুওয়ত কালেই আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু সে আঘাত ক্রুশের নয়, বরং অন্য কোন কারণে তাঁর হাত এবং পা জখম হয়ে গিয়েছিল। যেমন, হয়তো তিনি কোন ছাদ থেকে নীচে পড়ে গিয়ে থাকবেন। আর সেই আঘাতের জন্যে এ (ঐতিহাসিক) মলম প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ বাজে। কেননা হাওয়ারীগণ তাঁর নবুওয়তকালের পূর্বে ছিলেন না। অথচ এ মলমটির ক্ষেত্রে হাওয়ারীদের উল্লেখ রয়েছে। গ্রীক ভাষায় 'শেলীখা' শব্দটি, যার অর্থ বার (১২), এ সব গ্রন্থে এখনও বিদ্যমান। তাছাড়া নবুওয়তের পূর্বজীবনে হযরত মসীহ্র এমন কোন ব্যক্তিত্ব বা মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় নি যে, তাঁর কোন আঘাতের ঘটনা সংরক্ষিত হতো। তাঁর নবুয়তকাল ছিল (ক্রুশীয় ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত) মাত্র সাড়ে তিন বছরের। আর এ সময়টিতে হযরত মসীহ্র ক্রুশে আহত হওয়া ছাড়া ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে অন্য কোন আঘাতের ঘটনা প্রমাণিত নয়। কেউ যদি ধারণা করে যে, হয়তো অন্য কোন কারণ বশত হযরত মসীহ্ আঘাত পেয়ে থাকবেন তাহলে এর প্রমাণ পেশ করা তার দায়িত্ব। কেননা আমরা যে ঘটনাকে তুলে ধরছি তা এমন প্রমাণিত ও স্বীকৃত এক ঘটনা যা ইহুদীরাও অস্বীকার করে না এবং খ্রীষ্টানরাও করে না অর্থাৎ ক্রুশীয়া ঘটনা। কিন্তু অন্য কোন কারণে হযরত মসীহ্র কোন আঘাত লেগে থাকতে পারে এমন ধারণা কোন জাতির ইতিহাসে প্রমাণিত নয়। কাজেই এমনটি মনে করা জেনে-শুনে সত্যতার পথ পরিহার করা বৈ আর কিছু নয়। এ রকম বাজে ওজর-অজুহাতের দ্বারা খন্ডন হতে পারে এ তেমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নয়। বরং কিছু সংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতাদের হাতে লেখা পান্ডুলিপি আজও বিদ্যমান। সুতরাং ব্'আলী সিনার হস্ত লিখিত সংস্করণ আমার নিকটও মজুদ রয়েছে। অতএব এমন উজ্জ্বল প্রমাণকে হেলায় পরিহার করা প্রকৃতপক্ষে এক প্রকাশ্য অবিচার এবং সত্যতাকে হত্যা করার নামান্তর। এ বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন এবং ভালভাবে লক্ষ্য করুন, কী করে এ গ্রন্থাবলী আজও ইহুদী, মাজুসী, খ্রীষ্টান, আর ইরানী, গ্রীক, রোমান ও জার্মানদের এবং ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থাগারে মজুদ রয়েছে, যে প্রমাণটির আলোকচ্ছটায় অস্বীকারের চোখ ঝলসে যায় তা থেকে আমরা অহেতুক মুখ ফিরিয়ে নিবো- এ পর্যায়ের সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রে এমনটি করা কি শোভনীয়? এ কি এর যোগ্য? এসব গ্রন্থ যদি কেবল মুসলমান কর্তৃক রচিত হতো এবং কেবল মুসলমানদের হাতেই সীমিত থাকতো, তাহলে হয়তো কেউ ত্বরিৎ এ ধারণা করতে পারতো, মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মিছেমিছি এসব কথা বানিয়ে নিজেদের পুস্তকে লিখে দিয়েছে। কিন্তু এ ধারণা সেসব কারণ ছাড়াও যা আমি শীঘ্রই তুলে ধরবো এ কারণেও মুসলমানরা কখনও এমন জালিয়াতির আশ্রয় নিতে পারতো না বলে ভিত্তিহীন হতো যে, খ্রীষ্টানদের ন্যায় মুসলমানরাও বিশ্বাস করেন, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশের ঘটনার সময় বা পরে পরেই আকাশে উঠে যান, বরং মুসলমানরা তো ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল বা ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তিনি আহত হয়েছিলেন বলেই বিশ্বাস করে না। কাজেই তারা জেনে-শুনে কী করে এমন জালিয়াতি করতে পারতো যা তাদের আকীদা-বিশ্বাসেরও বিরুদ্ধে যায়? তাছাড়া দুনিয়াতে তখন ইসলামের অস্তিত্বই ছিল না, যখন রোমান ও গ্রীক ইত্যাদি ভাষায় এমন গ্রন্থাদি প্রণীত হয় এবং কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি পায়, যে গ্রন্থগুলোতে 'মারহাম-এ ঈসা'-এর ব্যবস্থাপত্র এ ব্যাখ্যাসহ মজুদ যে, এ মলমটি হাওয়ারীগণ হযরত ঈসার জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন। আর এ সকল জাতি অর্থাৎ ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলিম ও মাজূসী (অগ্নি উপাসক)

ধর্মীয়ভাবে একে অপরের বিরোধী ছিল। তারা সবাই এ মলমটির উক্ত বিবরণ নিজেদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, কেবল তা-ই নয়, বরং তা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন নি। এতে প্রমাণিত হয়, এ মলমের ঘটনা এমন একটি বিষয় ছিল যা কোন সম্প্রদায় ও কোন জাতি অস্বীকার করতে পারে নি। তবে এটা সত্য যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব-কাল না আসা পর্যন্ত শত শত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ও কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ এ মলম সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্রটি থেকে কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে সে দিকে এ সব জাতির কারোই দৃষ্টি যায় নি। অতএব এ কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে, ক্রুশীয় আকীদা-বিশ্বাসের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে এক উজ্জ্বল ঝলমলে অস্ত্র ও সত্যের আলোকবর্তিকা হিসেবে এ সুস্পষ্ট প্রমাণটি আল্লাহ্‌তাআলার তকদীর অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদের মাধ্যমে জগতের সামনে প্রকাশিত হওয়া পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল। কেননা খোদাতাআলার পবিত্র নবী (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মসীহ্ মাওউদের দুনিয়াতে আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ক্রুশীয় ধর্ম ম্লান হবে না এবং এর উন্নতিও রুদ্ধ হবে না। একমাত্র তার হাতেই ক্রুশ ভঙ্গের কাজটি সংঘটিত হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে এ ইঙ্গিতই নিহিত ছিল যে, মসীহ্ মাওউদের সময়ে খোদার ইচ্ছায় এমন সব উপায়-উপকরণের উদ্ভব হবে যার মাধ্যমে ক্রুশীয় ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হবে। তখনই শেষ পরিণতি ঘটবে এবং এ আকীদা-বিশ্বাসের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে নয় বরং কেবল স্বর্গীয় উপায়-উপকরণের মাধ্যমে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও তত্ত্বোদ্ঘাটনের আকারে জগতে প্রকাশিত হবে। সহী বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হাদীসটির এ অর্থই বটে। অতএব দুনিয়াতে মসীহ্ মাওউদের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই আকাশ এ সকল সাক্ষ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের প্রকাশ ঘটতে দিবে না বলেই নির্ধারিত ছিল। সুতরাং ঘটনা তদ্রূপই ঘটেছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাবের পর প্রত্যেক জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হবে এবং চিন্তাশীল মানুষ বিষয়টিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে। কেননা খোদার মসীহ্ আবির্ভূত হয়েছেন। এখন অবশ্যই মানব-বুদ্ধিকে সুতীক্ষ্ণ করা হবে। তাদের অন্তরকে জাগ্রত করা হবে। লিখনীকে জোরদার করা হবে এবং বুকে সাহস সঞ্চার করা হবে। এখন প্রত্যেক সচ্চেতা ব্যক্তিকে বুঝবার শক্তি দেয়া হবে। প্রত্যেক সুশীল ব্যক্তিকে সুবোধ দেয়া হবে। কেননা আকাশে যা দীপ্ত হয় তা নিশ্চয় পৃথিবীকে আলোকিত করে। ধন্য সে ব্যক্তি যে এ আলো থেকে অংশ লাভ করে। সৌভাগ্যবান সে-ই, যে এ জ্যোতির ভাগীদার হয়। যথাসময়ে আপনারা যেমন ফল ফলতে দেখতে পান, তেমনি জ্যোতিও নির্ধারিত সময়েই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। নিজে নিজে তা অবতীর্ণ হবার আগে কেউ একে অবতীর্ণ করতে সক্ষম নয়। আর যখন অবতীর্ণ হয় তখন একে কেউ রোধ করতে পারে না। মতভেদ ও বাকবিতন্ডা অবশ্য সংঘটিত হবে, কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় অবধারিত। কেননা এ ব্যাপারটি মানবরচিত নয়, কোন আদম সন্তানের হাতে তৈরী নয়। বরং সেই খোদার তরফ থেকে প্রবর্তিত, যিনি ঋতুগুলোর পরিবর্তন ঘটান। সময়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেন। দিন থেকে রাত এবং রাত থেকে দিন উদিত করেন। তিনি আঁধারও সৃষ্টি করেন, কিন্তু আলোকে ভালবাসেন। তিনি শির্‌ক তথা অংশীবাদিতাকেও ছড়াতে দেন, কিন্তু ভালবাসেন তৌহীদকেই। অন্য কেউ তাঁর জালাল ও প্রতাপের অধিকারী হোক তা তিনি চান না। মানব সৃষ্টি-লগ্ন থেকে এর প্রলয় অবধি খোদাতাআলার কুদরত ও প্রকৃতির বিধান এ-ই যে, তিনি তৌহীদের সর্বদা সমর্থন করে থাকেন। যত নবী তিনি পাঠিয়েছেন, সবাই কেবল এজন্যেই এসেছিলেন, যাতে মানুষের এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপাসনাকে দূর ক'রে খোদাতাআলার আরাধনা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আর যে সেবা তাঁরা (নবীগণ পৃথিবীতে) প্রদান করে থাকেন তা হলো **'লা ইলাহা ইল্লাহ্'** (আল্লাহ্‌তাআলা ছাড়া কোন উপাস্য নেই)-এর বিষয়বস্তু যেন ভূ-পৃষ্ঠে দীপ্তিমান হয়, যেমন তা আকাশে দীপ্ত রয়েছে। সুতরাং তাঁদের মাঝে সবার চেয়ে বড় তিনি, যিনি এ বিষয়টিকে অনেক দেদীপ্যমান করেছেন। যিনি প্রথমে বাতিল ও মিথ্যে উপাস্যগুলোকে অন্তসারশূন্য সাব্যস্ত করেন এবং জ্ঞান ও ঐশী শক্তির ভিত্তিতে সেগুলোর তুচ্ছ হওয়া প্রতিপন্ন করেন। আর যখন (সত্যের) সবকিছু সপ্রমাণ করে দেন, তখন তিনি তাঁর সেই চরম ও সুপ্রকাশমান বিজয়ের চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে যান **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল)। তিনি খালি খালি, প্রমাণহীনভাবে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** (এর কথা) বলেন নি। বরং তিনি প্রথমে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন এবং মিথ্যার সম্পূর্ণ খন্ডন পেশ করেন। তারপর মানুষকে এদিকে মনোযোগী করেন যে, দেখ! সেই খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা নেই যিনি তোমাদের সমস্ত শক্তিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছেন। অতএব এ সুপ্রমাণিত বিষয়টি স্মরণ করাবার উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ীভাবে এ আশিসপূর্ণ কলেমা শিখিয়েছেন ঃ **লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সংশোধনী

বিগত সংখ্যায় এ পুস্তকের অনুবাদে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলো ঠিক করে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনবধানবশত এ সব ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত।

- নির্বাহী সম্পাদক

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
১১	২	২২	'প্রায় কেটি কেটি (লোক) সকল গ্রন্থের	'প্রায় কোটি কোটি লোক এ সকল গ্রন্থের'
১১	২	৩৭	'যেমন শিক্ষা, ইমারত ও বিশারত'	'শিফা,। ইশারত বিশারত'

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

প্রশ্ন ঃ সোনা থাকলে এর যাকাত কীভাবে আদায় করা যায় অর্থাৎ এর নিসাব কী?

উত্তর ঃ সোনার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিতে রূপা হলো মাপকাঠি। অর্থাৎ কারও কাছে যদি ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যের সম মূল্যের সোনা থাকে তাহলে এর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। তবে শর্ত এই যে, সোনা এমন অলংকার আকারে না হয় যা সাধারণত নিজে ব্যবহার করা হয় আর কখনও কখনও চাইলে পরে কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া হয় আর কৃপণতা দেখানো হয় না।

প্রশ্ন ঃ বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিলো পরে বছরের মাঝামাঝি সময়ে এতে প্রবৃদ্ধি ঘটলে এরকম আধিক্যের কারণে যাকাতের ব্যাপারে আদেশ কী?

উত্তর ঃ বছরের মাঝামাঝি যদি মূলধনে প্রবৃদ্ধি ঘটে যেমন, ১০ পরিণত হয় ১৫ হাজারে তাহলে যাকাত ১৫ হাজারের ওপরে ধার্য হবে, এমন কি ৫,০০০/= টাকার ব্যাপারটি এমন হয় যে, বছর শেষ হওয়ার এক দু'দিন পূর্বে পাওয়া গেলেও। মোটকথা অতিরিক্ত আয় আগেই মূলধনের অধীন হবে আর এর জন্যে বছর শেষ হওয়ার কোন শর্ত প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন ঃ সিকিউরিটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেয়াদি আমানত (ফিক্সডডিপোজিট) যাকাত দেয়া থেকে রেয়ায়েতযোগ্য। কারেন্ট একাউন্টের ব্যাপারে কী আদেশ রয়েছে?

উত্তর ঃ ঋণ, মেয়াদি আমানত, সিকিউরিটি জমা প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওপরে যাকাত ধার্য হবে না। তবে যে বছর এসব টাকা পাওয়া যাবে সে বছর এর যাকাত আদায় করতে হবে।

ইমাম মালেক নিজ কিতাব মুয়াত্তা-তে লিখেন ঃ "আমাদের (অর্থাৎ মদীনার আলেমদের) দৃষ্টিতে এ মসলা মুত্তাফাকুন আলায়হে অর্থাৎ সবার একমত যে, ঋণীর নিকট কয়েক বছর ধরে ঋণ রয়েছে এর ওপরে যাকাত নেই যদিও যে বছর এ ঋণ আদায় হবে কেবল সেই বছরের যাকাত আদায় করতে হবে (শরাহ্ মুয়াত্তা মালেক, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)

ঋণের বেলায় যে নীতি, মেয়াদি আমানতের সিকিউরিটি জমা প্রভৃতির বেলায় তা-ই। ইমাম মালেক তাঁর চিন্তা ধারার সমর্থনে হাদীসও উপস্থাপন করেছেন।

এ ছাড়াও যাকাত প্রদানের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ মালিকের কুক্ষিগত হয়ে না থাকে। বরং মূলধনকে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ে খাটায় বা অন্য কাউকে এথেকে উপকৃত হতে দেয় নতুবা যাকাত তার ধন-সম্পদকে শেষ করে দেবে। বাস্তবত ঋণ মেয়াদি আমানত প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য পুরো হয়ে যায়। এজন্যে এমন মূলধনের ওপরে যাকাত ধার্য হয় না। তদুপরি যদি এমতাবস্থায় যাকাত আবশ্যকীয় হয় তখন কিছু দিন পরে গোটা ঋণ ও সব আমানত যাকাত দিতে দিতে শেষ হয়ে যাবে অথচ শরীয়তের উদ্দেশ্য তা নয়।

ঋণের ওপরে যাকাত

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তির প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলো। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কোন টাকা ঋণ দেয় সেক্ষেত্রে তার ওপরে যাকাত অবশ্য দেয় হবে কি? হুযূর (সঃ) জবাব দেন, না" [আল্ বদর, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭; ফাতাওয়া মসীহ্ মাওউদ (আঃ), পৃষ্ঠা ১২৮]

বাড়ী-ঘর ও মণি-মানিক্য-এর ওপরে যাকাত

"প্রশ্ন করা হলো, একটি বাড়ীতে ৫০০/= টাকার অংশ রয়েছে। এর ওপরে যাকাত দিতে হবে কি? হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "মণি মানিক্য ও বাড়ী-ঘরের ওপরে যাকাত নেই' [আল্ বদর, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭; ফাতাওয়া মসীহে মাওউদ (আঃ) পৃষ্ঠা ১২৮]।

বাড়ী ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত ধন-সম্পদের যাকাত

"এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, হাজার টাকার বাড়ী হলেও এর ওপর যাকাত নেই। যদি ভাড়া দেয়া হয় তাহলে আয়ের উপরে যাকাত দিতে হবে। এমনভাবে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত ধন-সম্পদ যা বাড়ীতে রাখা আছে- যাকাত নেই।"

হযরত উমর (রাঃ) ৬ মাস পর পর হিসেব নিয়ে থাকতেন আর টাকার ওপরে যাকাত ধার্য করতেন" [আল্ বদর, ১৪ইং ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭, ফাতাওয়া মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পৃষ্ঠা ১২৮]।

জামাতী চাঁদা ও যাকাত

"**প্রশ্ন ঃ** চাঁদা আম বা চাঁদা ওসীয়্যত দাতা যদি এ নিয়্যত করে যে, এতে এতটা যাকাতও শামেল আছে তাহলে পরে কি আলাদাভাবে যাকাত আদায় করা জরুরী?

উত্তর ঃ যাকাত তো কমপক্ষে আর্থিক সদকা যা প্রতি অবস্থার প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজন হোক বা না হোক সাহেবে নিসাব ব্যক্তির আদায় করতে এবং যুগ খলীফার মাধ্যমে ও অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু চাঁদার ভিত্তি জামাতী সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনের ওপরে। জামাতের প্রয়োজন হলে চাঁদা লাগবে নচেৎ লাগবে না। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে চাঁদার সাথে যাকাত হিসাব করা সঠিক নয় আর কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের নির্দেশও তা-ই। (ফেকাহ্ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭১)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

প্রফেসর হাওলাদারের নব আবিষ্কার!

প্রফেসর হাওলাদার দেখছি ভবিষ্যৎ গণনা করিকে গিয়ে এখন অতীতও গণনা শুরু করেছেন! দৈনিক ইনকিলাবের ১লা জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখের সংখ্যায় ২৯ পৃষ্ঠায় 'প্রফেসর হাওলাদারের দৃষ্টিতে ২০০৪ সাল' শীর্ষক চলমান বছরের সম্ভাব্য ঘটনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী করতে করতে এক স্থানে তিনি লিখেছেন, 'সূচনালগ্ন, ১৭৮০ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন আরবী ভাষায় মহাপন্ডিত ইংরেজ সাহেবরা। ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্বে তারা মদদ যুগিয়ে আলাদা দু'টি মুসলিম গোষ্ঠি সৃষ্টি করেন (ক) কাদিয়ানী (খ) জামাত তাবলীগ ..."

প্রফেসর হাওলাদার সাহেবের ইসলাম ও ইতিহাস চর্চার বাহার দেখে আমরা বিস্মিত। একথা তিনি নতুন বলেন নি। আহমদী জামাতের বিরোধীরা বিদ্বেষ-বশত এ বানাওয়াটি কথাটি অহরহ বলে থাকেন। কোলকাতা বসে খৃষ্টান অধ্যক্ষরা কীভাবে সদূর পাঞ্জাবের 'কাদিয়ানী' মুসলিম গোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন সে কথা ভাবতে অবাকই লাগে! আমরা যতদূর জানি তিনি আহমদীয়ত সম্বন্ধে মোটামুটি জানেন। তবুও এ কথাটি তিনি লিখলেন কোন কাউকে খুশী করার জন্যে না কি অন্য কোন কারণে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে তিনি অবলীলায় একটি সত্য কথা বলে ফেলেছেন- এসব আলীয়া মাদ্রাসার স্রষ্টা ব্রিটিশ সরকার তাতে যে কোন সন্দেহ নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের কাছেও এর তথ্যভিত্তিক রেকর্ড রয়েছে।

- নির্বাহী সম্পাদক

একটি সৎ উপদেশ

(২য় কিস্তি)

মনঃকষ্ট ঃ

ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে ব্যক্তি বা সমষ্টির মনঃকষ্ট তথা ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগার ব্যাপার এরূপ একটি বিষয়, যার সবদিক গোড়ামী ও পক্ষপাতমুক্ত হয়ে বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। দেশে বিভিন্ন মতাদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণকারী মানুষ বসবাস করে। তাদের মনে কোন্ বিষয়ে আঘাত লাগতে পারে এবং কোন্‌টিতে না, সেগুলি সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক। মনঃকষ্ট প্রকাশের পথও নির্ধারণ করা দরকার।

এ দৃষ্টিকোণ হতে আমরা যখন বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মনঃকষ্টের যে কোন সংজ্ঞাই নির্ধারণ করি না কেন, পৃথক পৃথক আকীদা বা ধর্ম-বিশ্বাস মেনে চলার কারণে কারও ভাবানুভূতিতে আঘাত হানা হয় বলে সাব্যস্ত করা হয় না। পাকিস্তানে কায়েদে আযমের প্রশাসনিক নীতি বাক্য এবং প্রচলিত আইন-কানুনসমূহ নিশ্চয়তা দেয় যে, শুধু আকীদার পার্থক্য ও পরস্পর বিরোধী আকীদা মেনে চলা পরস্পরের ভাবানুভূতি আহত হওয়ার কারণ হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘু প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার রাখে। পাকিস্তানী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও পার্সিদের আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ইসলামের সুস্পষ্ট মৌলিক শিক্ষামালার পরিপন্থী। কিন্তু উল্লেখিত ধর্ম-বিশ্বাসসমূহ তাদের খোলাখুলিভাবে মেনে চলার পূর্ণ অধিকার ও অনুমতি রয়েছে। এরূপ অধিকার ও অনুমতি কোন মুসলমানের ভাবানুভূতিতে আঘাত দিতে পারে না। তেমনিভাবে যখন মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম-কর্ম পালন করে ও প্রচার করে, তখন একজন হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ অথবা পার্সির পক্ষে উত্তেজিত হওয়ার পরিবর্তে, সংযম ও পরমত সহিষ্ণুতা বজায় রাখা একটি আইনগত ও নীতিগত কর্তব্য। তবে কেন একমাত্র পাকিস্তানে শুধু এক আহমদীর জন্যই তার নিজের আকিদা মেনে চলার ও পালন করার অধিকার ও অনুমতি থাকবে না?

তর্কের খাতিরে যদি এটা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, আহমদীদের নিজেদের আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস মেনে চলার ও পালন করার অনুমতি এ জন্যই থাকবে না যে, এতে অ-আহমদী সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনে ব্যথা লাগে, তা হলে মনঃকষ্টের এহেন সমস্যার এক হাস্যস্পদ বরং বেদনাদায়ক চিত্র ভেসে উঠবে এবং স্বীকার করতে হবে যে ঃ

প্রথম ঃ কুরআন করীমের বর্ণনা অনুযায়ী খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের আকীদা হ'ল সেই আকাদী যার দরুন পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বতমালা ধ্বসে পড়ার উপক্রম ঘটে- এ তো কোন মুসলমানের মনঃকষ্টের কারণ হ'ল না। তেমনি ক্রুশের উপাসনাও তাদের হৃদয়ে খোঁচা দিল না। অবশ্য মনঃকষ্টের কারণ যদি কোন কিছুতে থাকে, তা শুধু এটাই যে, অমুসলিম বলে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আহমদীরা কেন এ যাবৎ আল্লাহ্‌তাআলাকে 'ওয়াহেদ লাশরীক' বলে মানে এবং সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করাকে নিজেদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে জ্ঞান করে?

দ্বিতীয় ঃ এরপর, মুসলমান ছাড়া অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের মহান প্রভু ও নেতা, সত্যবাদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর রেসালতের দাবীকে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যা মনে করে, এতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের তো মনঃকষ্ট হয় না। কিন্তু আহমদীরা যে নিজেদের আকা ও মাওলা হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সকল সৃষ্টির সেরা ও অধিনায়ক বলে জ্ঞান করে, বিশ্বজগতের সৃষ্টির মূল কারণ বলে মানে এবং সকল নবী অপেক্ষা তাকেই আফজাল ও শ্রেষ্ঠতম রসূল বলে স্বীকার করে এবং এ কথাতেই বিশ্বাস রাখে যে, এখন একমাত্র হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আঁচলের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে তাঁরই আনুগত্য ও অনুবর্তিতা খোদাতাআলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করা যায় এবং আঁ হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে লেশ মাত্র দূরে সরে খোদাতাআলার নৈকট্যের এক কণা পরিমাণ কল্যাণও লাভ করা যায় না, এসব কিছুই মুসলমানগণের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিতে তীব্র মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়!

এখানে এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং 'ওয়াজেবুল-ইতায়াত' মানলে যদি মনঃকষ্ট হয়, তা হলে ওয়াজেবুল ইতায়াত মেনে কার্যক্ষেত্রে পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষরূপে তাঁর ইত্তেবা ও অনুবর্তিতা করলে কিরূপে মনঃকষ্ট ঘটতে পারে? 'ফাতাবেরু ..... - 'হে সুবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান সুধীবৃন্দ! একটু তো চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন'।

তৃতীয় ঃ এরপর কুরআন করীমের বিষয়টি ধরুন। এমন লোকও এদেশে বাস করে যারা কুরআন করীমকে আল্লাহ্‌তাআলার কালাম বলে বিশ্বাস করে না বরং একে (নাউযুবিল্লাহ্) স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মনগড়া কালাম বলে বিশ্বাস করে। এরূপ লোকদের আকায়েদ এবং কুরআন করীম সম্পর্কে তাদের অবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনঃকষ্টের ও ভাবানুভূতি আহত হওয়ার কারণ হয় না। অপরদিকে, আহমদীরা কুরআন করীমের প্রতিটি শব্দ হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ওহী যোগে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বিশ্বাস করে, ত্রিশ পারা কুরআন আদ্যোপান্ত খোদাতাআলারই কালাম বলে মানে এবং সর্বপ্রকার বরকত ও কল্যাণ এক মাত্র কুরআন করীমের মাধ্যমেই লাভ করা যায় বলে মনে করে। কুরআনের শিক্ষা প্রত্যেক যুগের জন্য পূর্ণ ও পরিণত এবং একমাত্র কুরআন করীমই মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সকল বিষয়ে নাজাত ও সাফল্য লাভের কারণ বলে আহমদীরা সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। আহমদীদের এ ঈমান ও আকীদা যদি কোন সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানের দৃষ্টিতেও আদৌ কোন মনঃকষ্টের কারণ বলে আখ্যায়িত হতে না পারে, তা হলে এ আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ ও আমল করাতে কিরূপে তাদের ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে? সুতরাং এখানেও এ প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হবে যে, কুরআন করীমকে বরহক এবং অবশ্য পালনীয় বলে স্বীকার করাটা যদি মনঃকষ্টের কারণ না হয়, তা হলে একে বরহক্ব জ্ঞান করে কার্যতঃ এটা পালন ও অনুশীলন করায় কিরূপেই বা মনঃকষ্ট ঘটাবার কারণ হতে পারে? জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদল-ইনসাফ এবং ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এরূপ কথা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথমে জ্ঞান-বুদ্ধিকে

পুরোপুরি বিসর্জন দেয়া না হয়। আর যদি গৃহিতই হয়, তা হলে এর ফলশ্রুতিতে আবার এ হাস্যস্পদ অবস্থাটিরও সৃষ্টি হবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিতে যারা মুসলমান, তারা যদি কুরআন করীমকে সাচ্চা অবশ্য-মান্য ও পালনীয় বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও এটা মেনেও পালন করে না-ও চলে, তাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের আদৌ কোন মনঃকষ্টের কারণ ঘটবে না, কিন্তু যদি কোন সংখ্যালঘু যাদেরকে তারা অমুসলিম বলে মনে করে, কুরআন করীমকে অবশ্য-মান্য ও পালনীয় জ্ঞান করে এর আহকাম কঠোরভাবে মানে ও পালন করে চলে, তবে এতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাবানুভূতিতে ভীষণভাবে আঘাত লাগে। অন্য কথায়, এ উত্তেজিত জনসমষ্টি তলোয়ারের ভাষায় ঘোষণা করবে, "যখন সাংবিধানিক উপায়ে তোমাদেরকে অমুসলিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তখন আবার কুরআন করীম ও সুন্নতে-রসূল (সঃ)-কে সত্য জ্ঞান করে সেগুলোর ইতায়াত ও পালন করার অধিকার তোমাদের কিরূপেই বা থাকতে পারে? তোমাদের এ ঔদ্ধত্য কোনক্রমেই সহ্য করা যেতে পারে না।"

ইসলাম ও মনঃকষ্ট ঃ

মনঃকষ্ট বা মনে আঘাত দেয়া সম্পর্কিত এ ওজর-আপত্তি যেহেতু ইসলামের নামে উত্থাপন করা হচ্ছে, অতএব আসুন মনঃকষ্ট সম্বন্ধে সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষামালার একটু খোঁজ নিয়ে দেখি, এ মনঃকষ্ট বলতে কী বুঝায়? এর প্রকৃত স্বরূপ কী? কুরআন করীম এবং সুন্নত এর উপর কী আলোকপাত করছে এবং মনঃকষ্টের কী সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে? সে ব্যাপারে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার দ্বারা যে সত্যটি প্রথম সম্মুখে আসে, তা হ'ল এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাপর ধর্মের 'আকায়েদ' (মূল বিশ্বাস) এবং 'আমলে সালেহা' বা পুণ্য কর্মে পরস্পরের শরীক হওয়া নিন্দনীয় ও মনঃকষ্টের কারণ না হয়ে বরং একটি প্রশংসনীয় কাজ বলেই নিরূপিত হয়েছে। সুতরাং কুরআন করীম আহলে-কিতাবকে সম্বোধনপূর্বক নেক আমলে পরস্পর মিলন ও অংশগ্রহণের নিম্নরূপ সাধারণ দাওয়াত ও উদার আহ্বান জানায় ঃ

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, 'হে আহলে কিতাব! সেই কথার দিকে এগিয়ে আস- যা তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের মাঝে সমভাবে স্বীকৃত- অর্থাৎ আমরা যেন খোদা ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত না করি এবং কাকেও তার শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের মাঝে কতকজনে কতকজনকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ না করে" (সূরা ঃ আলে ইমরান ঃ ৬৫)।

মোট কথা, ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতা তো এত সম্প্রসারিত যে, সে সব লোক যারা অমুসলিম বলে গর্ববোধ করে, তাদেরকেও নেক আকায়েদ ও নেক আমলে পারস্পরিক মিলন ও অংশ গ্রহণের স্বয়ং আমন্ত্রণ জানায়। আহলে ইসলামকে এরূপ কাজে উত্তেজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা তো দূরের কথা।

সুতরাং মনঃকষ্ট বা মনে আঘাত দেয়ার যে কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান কুরআন করীমে পাওয়া যায়, তা আকিদা ও আমলের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মিলন ও অংশ গ্রহণে সৃষ্টি হয় না, বরং তা অন্য বিষয়। সুতরাং কুরআন করীম মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত মনঃকষ্টের উদ্রেকের বিষয় উল্লেখ করে বলে ঃ

فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا

অর্থাৎ, "তারপর যখন ভীতির অবস্থা উত্তীর্ণ হয়, তখন তারা তোমাদের উপর তরবারির ন্যায় ধারালো বাক্যবাণ বর্ষণ করে; তারা হিতসাধন ও কল্যাণের ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ ও অনুদার (অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট হতে ভাল কথা শুনবে না এবং ভাল কাজও দেখবে না)। এরাই সে সব লোক যারা ঈমান আনে নি। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ" (সূরা ঃ আল্-আহ্‌যাব ঃ ২০)

এ আয়াতে করীমায় যেখানে মনঃকষ্টের অর্থ অনুধাবন করা যায়, সেখানে এ বিষয়টিরও সমাধান পাওয়া যায় যে, কেউ যদি বাস্তবিকপক্ষে মনঃকষ্টের কারণ ঘটায়, তা হলে ইসলাম এর কী শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এটা বিবেচনা করার বিষয় যে, এতে কঠিন মনঃকষ্ট সাধনের শাস্তি এ ছাড়া আর কিছুই সাব্যস্ত করা হয় নেই যে, আল্লাহ্‌তাআলা মনঃকষ্ট মনঃকষ্টের যতদূর সম্পর্ক, সে ক্ষেত্রেও শাস্তি বিধানের বিষয়টি আল্লাহ্‌তাআলা নিজের হাতেই রেখেছেন। মুসলমানদেরকে এর মোকাবিলায় মনঃকষ্ট সাধনে উদ্বুদ্ধ করেন নি। কোন কোন অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে এটুকু প্রত্যুত্তর বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধতা ও স্বীকৃতি অবশ্য পাওয়া যায় যেমন বলা হয়েছে- অর্থাৎ যে পরিমাণ অন্যায় ঘটে থাকে, সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে" (সূরা ঃ আশ শূরা ঃ ৪১) কিন্তু এ অধিকার আল্লাহ্‌তাআলা শুধু মুসলমানদেরকেই দান করেন নি বরং কাফির এবং মুশরিকদেরকেও সমানভাবেই দান করেছেন। যেমন বলেছেন -

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ "তোমরা কারও বাতিল মা'বূদদেরকে গাল মন্দ দিও না, অন্যথায় তারাও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে অজ্ঞতাবশত খোদাতাআলাকে গাল-মন্দ দিতে আরম্ভ করবে" (সূরা আনআম ঃ ১০৯)।

এ নীতিগত শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বেশি বেশি এটুকু অধিকার স্বীকার করা যেতে পারে যে, কেউ যদি গালি দেয় এবং কটু কথা বলে তা হলে প্রত্যুত্তরে তার সাথে তদ্রূপ ব্যবহার করতে পার, কিন্তু এর অধিক নয়। কিন্তু যদি কেউ তোমাদের দৃষ্টিতে 'পর' হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উত্তম বিষয়গুলো পসন্দ করে এবং সেগুলো অনুকরণ করে তা হলে এহেন মনঃকষ্ট সাধনের প্রতিশোধ এ ছাড়া অন্য কিছু বিবেচনা করা যায় না যে, তোমরা তার উত্তম কথাগুলোর অনুকরণ করে নিজেদের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

কুরআন করীমের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে এরূপ এক মনঃকষ্ট ও ভাবানুভূতিতে আঘাত দানের সন্ধানও পাওয়া যায়, যা মুসলমানদের পক্ষ হতে সাধিত হয় এবং অপরে সেই মনঃকষ্ট ও আঘাতের শিকার হয়। কিন্তু এ প্রকারের অপঘাত ও মনঃকষ্টের অস্তিত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও মুসলমানদের শুধু নির্দোষ ও নিরপরাধ বলেই সাব্যস্ত করা হয় নি বরং এরূপ মনঃকষ্ট সাধনের পুরস্কার দানের ওয়াদাও দেয়া হয়েছে। সূরা তওবার আয়াত ১২১ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের মুক্তভাবে চলা-ফেরাতেও কাফিরদের

মনঃকষ্টের উদ্রেক হ'ত এবং তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের চলা -ফেরা হতে নিবৃত্ত বা নিষেধ করা হয় নি বরং এর জন্য পুরস্কারের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এ দৃষ্টান্ত থেকে অনুধাবন করা যায় যে, কেউ যদি তার মৌলিক অধিকারসমূহ ভোগ করে এবং এতে অন্য কারও মনঃকষ্টের কারণ ঘটে, তা হলে এরূপ 'মনঃকষ্ট'-এর কারণে কাকেও মৌলিক অধিকার হ'তে বঞ্চিত করা যাবে না।

কুরআন করীমের পরে হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উসওয়া বা জীবনাদর্শ হ'ল পথনির্দেশক আলোকবর্তিকা। এ উসওয়া বা আদর্শ আমাদেরকে এ পথ দেখায় যে, কখনও কোন মওকাতেই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অমুসলিম কর্তৃক ইসলামী শিক্ষা অনুশীলনের কারণে অসন্তুষ্ট হন নিই। শুধু তা-ই নয় বরং খোলাখুলি শত্রুতামূলক মনঃকষ্ট দেয়ার পরও তিনি (সঃ) যে মহান ধৈর্য ক্ষমা ও মহানুভবতার আদর্শ ও নমুনা দেখিয়েছেন তা নজীরবিহীন মর্যাদা রাখে। সুতরাং মুনাফিকদের প্রধান আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের ন্যায় দুর্মুখ যখন একটি গাজওয়া চলাকালীন রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি চরম অবমাননাকর সমালোচনা ও কটূক্তি করে সকল মুসলমানের তীব্র মনঃকষ্টের কারণ ঘটাল, তখন আঁ হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজে এর প্রতিশোধ গ্রহণ তো দূরের কথা তাঁর যে সকল আশিক ও প্রেমিক সেই কটূক্তিতে উত্তেজিত হয়েছিলেন, তাদেরকে শাস্তি বিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। এমন কি আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের পুত্রও যখন সেই ঔদ্ধত্যের জন্য তার পিতাকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন তিনি (সঃ) সে অনুমতিও প্রদান করেন নি। ক্ষমা, উপেক্ষা, উদারতা ও পরম বদান্যতার পরাকাষ্ঠা এই যে, যখন এহেন পাপিষ্ঠ ও উদ্ধত ব্যক্তি মারা গেল, তখন সাহ-াবা কেরামের পরামর্শের বিপরীতে নিজে তার নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন। এ হচ্ছে সুন্নতে রসূলের আলোকে মনঃকষ্টের কল্পনা বা রূপ-রেখা এবং এর প্রতিকার ও প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় শিক্ষা। বিশ্বময় এমন কেউ আছেন কি, যিনি এ শান ও মর্যাদাপূর্ণ আদর্শ এবং এরূপ ধৈর্য ও মহানুভবতার কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পেরেছেন? আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

আকায়েদ বা মূলগত ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে, অপরের মর্মে আঘাত লাগার যতদূর সম্পর্ক, সে প্রসঙ্গে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উদার চেতনা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার শান ও মর্যাদা ছিল এমন যে, নিজের তুলনায় নিম্নতর মর্যাদা-বিশিষ্ট নবীদের অনুসারীদেরকে অনুমতি দান করেছিলেন, তারা তাদের নবীদেরকে তাঁর চেয়ে আফজাল ও শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করলে করুক। এরপরও মুসলমানগণ যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে জোর দিলেন এবং বিধর্মীরা অভিযোগ করল যে, এতে তাদের মনঃকষ্ট হয় তখন তিনি বললেন ঃ

"আমাকে ইউনুস বিন মতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলো না।" তেমনি আরেক মওকাতে বললেন ঃ

অর্থাৎ , হে মুসলমানগণ! যদি অন্যদের মনঃকষ্ট হয় তাহলে তাদের সঙ্গে তর্ক বাধলে এ কথার ওপর জোর দিও না যে, আমি ইউনুস অপেক্ষা অথবা মূসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ ইউনুস (আঃ) এবং মূসা (আঃ)-এর কি প্রশ্ন, তিনি তো সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। একদিকে হযরত নবী আকরম (সঃ)-এর উসওয়া বা আদর্শ হলো, নিম্নতর মর্যাদাবিশিষ্ট নবীদের অনুসারীদেরকে তিনি অনুমতি দান করেছেন, তারা তাদের নবীদেরকে হযরত খাতামাল আম্বিয়া (সঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করুক, এরা শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করুক, তাতে বাধা নেই। ধর্মীয় মনঃকষ্টের কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গি আজ একেবারে বিপরীতভাবে ধরা হয়েছে। আহমদীরা এ আকাদী পোষণ করে যে, সেলসেলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত নবী আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরম অনুগত গোলাম ও উম্মতী। প্রতিটি কল্যাণ, সৌভাগ্য, মর্যাদা এবং সম্মান একমাত্র সেই গোলামী পায়রবীর ফলশ্রুতিতেই তাঁকে দান করা হয়েছিল। এতে মুসলমানদের কঠিন মনঃকষ্ট হয় এবং এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যে, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অন্য কথায়, হিন্দুদের এ ঘোষণা যে, "কৃষ্ণ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কেননা তিনি কেবল খোদার মাজহারই (ঐশী গুণাবলীর প্রকাশক) ছিলেন না বরং মূর্তিমান খোদা ছিলেন" (নাউযুবিল্লাহ্)। এবং খ্রীষ্টানদের এ ঘোষণা যে, 'যীশু (হযরত ঈসা) হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কেননা তিনি একজন মানব পয়গম্বরই ছিলেন না, বরং প্রকৃতপক্ষে খোদার পুত্র ছিলেন" (নাউযুবিল্লাহ্)-এসব (আকীদার) ঘোষণা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের লেশমাত্রও মনঃকষ্টের কারণ হয় না। কিন্তু সেলসেলা আহ্মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার নিম্নরূপ ঘোষণা তাদেরকে ভীষণ উত্তেজিত করে ফেলে-

"তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক প্রভু, তাঁর থেকেই সকল নূরের বিকাশ। তাঁর পুণ্যনামা হচ্ছে মুহাম্মদ, প্রেমাস্পদ আমার তিনিই। সবকিছু আমরা তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেছি। হে খোদা! তুমিই এর সাক্ষী। সকল সত্য তিনি দেখালেন, সেই পথপ্রদর্শক তিনিই।"

(কবিতা গ্রন্থ, দুররে সামীন)

তিনি আরও বলেন ঃ

"আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি, তিনি যেমন ইব্রাহীম (আঃ)-কে নিজ বাক্যালাপ ও সম্ভাষণে ভূষিত করেছিলেন, তারপর ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম-এর সাথে এবং সবশেষে আমাদের নবী সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে কালাম করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি আমাকেও তাঁর বাক্যালাপ ও সম্ভাষণে ভূষিত করেছেন। **কিন্তু আমার এ মর্যাদা ও সৌভাগ্য একমাত্র আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পায়রবী ও অনুবর্তিতার মাধ্যমেই হাসিল হয়েছে।' আমি যদি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্গত না হতাম এবং তাঁর পায়রবী না করতাম, সে অবস্থায় যদি পৃথিবীর সকল পাহাড়-পর্বতের সমপরিমাণ আমার আমল ও সাধনা হ'ত তথাপি আমি নিঃসন্দেহে কখনই ঐশী বাক্যালাপ ও সম্ভাষণের মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম না।"** (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া) (চলবে)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

এসো কুরআন শিখি

(১৩তম কিস্তি)

আয়াত নং ৯০ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া লাম্মা জা-য়াহুম কিতা-বুন - আর যখন তাদের নিকট এমন এক কিতাব এলো, **মিন 'ইনদিল্লাহ্** - আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, **মুসাদ্দিকুল্লিমা মা'আহুম** - তাদের নিকট যা রয়েছে এর সত্যায়ন করে, **ওয়া কানূ মিন ক্ববলু** - অথচ এর আগে তারা, **ইয়াসতাফতিহূন** - তারা বিজয় প্রার্থনা করতো, **'আলাল্লাযীনা কাফারূ** - তাদের বিরুদ্ধে যারা কুফরী করতো, **ফালাম্মা জা-য়াহুম** - অতঃপর যখন তাদের নিকট এসে গেলো, **মা 'আরাফূ** - একে সনাক্ত করলো, **কাফারূ বিহী** - তা অস্বীকার করলো, **ফালা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাফিরীন** - সুতরাং অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

অনুবাদ ঃ আর যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের নিকট এমন এক কিতাব এলো যা তাদের নিকট যা রয়েছে এর সত্যায়ন করে, অথচ এর পূর্বে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতো, অতঃপর যখন তাদের নিকট তা এসে গেলো তখন তারা একে (সত্য বলে) সনাক্ত করেও তা অস্বীকার করে বসলো। সুতরাং অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

আয়াত নং ৯১ ঃ

শব্দার্থ ঃ বি'সামাশ্‌তারাও বিহী আনফুসাহুম - যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করেছে তা কত মন্দ! **আঁইয়াকফুরূ** - এজন্য অস্বীকার করেছে, **বিমা আনযালাল্লাহু** - আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, **বাগইয়ান** - বিদ্রোহ করে, **আঁ ইউনায্‌যালাল্লাহু** - আল্লাহ্ বর্ষণ করেন, **মিন ফাযলিহী** - নিজ অনুগ্রহে, **মাঁইয়্যাশাও** - যাকে চান, **মিন 'ইবাদিহী** - তাঁর দাসদের মাঝ থেকে, **ফাবা-উ** - সুতরাং তারা লক্ষ্যস্থলে পরিণত হলো, **বিগযাবিন 'আলা গযাব** - উপর্যুপরি ক্রোধ, **ওয়া লিল কাফিরীনা** - আর কাফিরদের জন্যে, **'আযাবুম মুহীন** - লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।

অনুবাদ ঃ যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রী করেছে তা কত মন্দ! আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা কেবল এজন্য বিদ্রোহ করে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ্ (কেন) তাঁর দাসদের মাঝে যাকে চান তার প্রতি নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সুতরাং তারা (আল্লাহ্‌র) উপর্যুপরি ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হলো, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে এক লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।

আয়াত নং ৯২ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া ইযা ক্বীলা - যখন তাদেরকে বলা হয়, **আমানূ** - তোমরা ঈমান আন, **বিমা আনযালাল্লাহু** - যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন তাতে, **ক্বালূ** - তারা বলে, **নু'মিনু** - আমরা ঈমান আনি, **বিমা উনযিলা 'আলায়না** - যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে, **ওয়া ইয়াকফুরূনা** - আর তারা অস্বীকার করে, **বিমা ওয়ারা-য়াহূ** - এছাড়া যা রয়েছে, **ওয়া হুয়াল হাক্কু** - অথচ এ সেই সত্য, **মুসাদ্দিক্বান** - সত্যায়ন করছে, **লিমা মা'আহুম** - যা তাদের নিকট আছে তার; **কুল** - তুমি বল, **ফা লিমা তাক্বতুলূনা** - তাহলে তোমরা কেন হত্যা করতে চেষ্টারত থাকতে, **আম্বিয়া-আল্লাহি** - আল্লাহ্‌র নবীদেরকে, **মিন ক্বাবলু** - এর পূর্বে, **ইন কুনতুম মু'মিনীন** - তোমরা যদি মু'মিনই হতে।

অনুবাদ ঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তোমরা তাতে ঈমান আন,' তারা বলে, 'যা আমাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে আমরা এরই প্রতি ঈমান আনি, এবং এ ছাড়া যা রয়েছে (অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়েছে) তারা তা অস্বীকার করে অথচ এ সেই সত্য, যা তাদের নিকট আছে তার সত্যায়ন করছে। তুমি বল, 'তোমরা যদি মু'মিনই হতে তাহলে তোমরা এর পূর্বে আল্লাহ্‌র নবীদেরকে কেন হত্যা করতে চেষ্টারত থাকতে?'

আয়াত নং ৯৩ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া লাক্বাদ জা-য়াকুম মূসা - আর নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট এসেছিল, **বিল বায়্যিনা-তি** - সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ, **সুম্মাস্‌তাখাযতুমুল'ইজলা** - তথাপি তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে, **মিম বা'দিহী** - তার অনুপস্থিতিতে, **ওয়া আনতুম যলিমূন** - এবং তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী।

অনুবাদ ঃ আর নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল, তথাপি তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী।

আয়াত নং ৯৪ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া ইয্ আখাযনা - এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা নিয়েছিলাম, **মীসাক্বাকুম** - তোমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার, **ওয়া রাফা'না ফাওক্বাকুম** - এবং তোমাদের ওপর উঁচু করেছিলাম, **আত্বতূর** - তূর পর্বতকে, **খুযূ** - ধারণ কর, **মা আ-তায়নাকুম** - যা আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি, **বি কুওওয়াতিন** - দৃঢ়ভাবে, **ওয়াস্‌মাউ** - এবং শুন, **ক্বালূ** - তারা বললো, **সামি'না** - আমরা শুনলাম, **ওয়া 'আসয়না** - এবং অমান্য করলাম, **ওয়া উশরিবূ** - এবং প্রেমে বিভোর করা হয়েছিল, **ফী ক্বলূবিহিম** - তাদের অন্তরকে, **আল্ ইজলা** - বাছুরটি, **বিকুফরিহিম** - তাদের অস্বীকারের কারণে, **কুল** - তুমি বল, **বি'সামা-** কত মন্দ, **ইয়া'মুরুকুম বিহী** - যে বিষয়ে আদেশ দেয় তোমাদেরকে, **'ঈমানিকুম** - তোমাদের ঈমান, **ইন কুনতুম মু'মিনীন** - তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক।

অনুবাদ ঃ এবং (স্বরণ কর) যখন আমরা তোমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ও তূর পর্বতকে তোমাদের ওপর উঁচু করেছিলাম (আর বলেছিলাম), 'আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর ও শুন,' তারা বললো, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম', এবং তাদের অস্বীকারের কারণে তাদের অন্তরকে বাছুর প্রেমে বিভোর করা হয়েছিল। তুমি বল, 'তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তাহলে তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে বিষয়ে আদেশ দেয় তা কত মন্দ!' (চলবে)

সংকলন - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

ইউরোপে নাস্তিকতার এক প্রবল স্রোত বইছে। একদিকে মানুষ দ্রুতগতিতে খোদা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অপর দিকে তথাকথিত মুসলমানদের তথাকথিত জেহাদের পাল্লায় পড়ে ইসলামের যে বদনাম হচ্ছে তাতে ইউরোপিয়ানদের ইসলাম গ্রহণ তো দূরের কথা মুসলমানদের কাছে আসতেই তারা ভয় পায়। এমন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে একমাত্র আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণ নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন এসব খোদা-বিমুখ মানুষকে খোদামুখী করতে, তাদেরকে সত্যিকার ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনতে। অনেক প্রতিকুলতার মাঝে দিয়েও আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে তাই কিছু সাহসী, নেক প্রকৃতির যুবক এ সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে সত্যিকার ইসলামের কাছে আশ্রয় নিচ্ছেন। এমনই একজন সৎ, নিষ্ঠাবান যুবকের সামনা-সামনি হয়েছিলাম পাক্ষিক আহমদীর প্রতিনিধি হিসাবে। প্রকৃতিগতভাবে সৎ, সাহসী, মিষ্টভাষী, ধর্মের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠাবান এ যুবকের পূর্ব নাম ছিল 'টম্ স্নিউওয়ার্ট (Tom Snauaert)। মুসলমান হওয়ার পর তার নাম হয়েছে (Tom Ahmad Snauaert) টম্ আহমদ স্নিউওয়ার্ট মাত্র বছরখানেক আগে ইসলাম গ্রহণ করে এরই মাঝে নিজেকে এমনভাবে বদলে ফেলেছেন যে, ভাবতে অবাক লাগে। ছোট ছোট ওয়াকারে আমল থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় তবলীগী প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করা এবং যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ইসলামের সত্যতা মানুষের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তার প্রতিভা অসাধারণ। আসুন এ প্রতিভাবান যুবকটির ইসলাম গ্রহণ এবং আরও কিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তারই ভাষায় কিছু জানা যাক ঃ

পাক্ষিক আহমদী ঃ টম্ সাহেব! অনুগ্রহ করে আপনার পারিবারিক পটভূমি দিয়ে শুরু করুন।

টম্ আহমদ ঃ বেলজিয়ামের একটি খৃষ্টান (ক্যাথোলিক) পরিবারে ১৯৬৯ সালে আমার জন্ম হয়। আমার দু'টি ছোট বোন সহ আমরা মোটামুটি খৃষ্টান কায়দায় বড় হয়েছি। ছোট বেলা থেকে খৃষ্টান ধর্মের

একটি সাক্ষাৎকার

শিক্ষাই লাভ করেছি। ১৯৯৩ সালে একজন খৃষ্টান (ক্যাথোলিক) মেয়েকে আমি বিয়ে করি, কিন্তু বনিবনা না হওয়ায় ১৯৯৯ সালে তালাকের মাধ্যমে আইনগতভাবে পরস্পরকে আমরা ত্যাগ করি। সম্প্রতি আমি ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী এক পাকিস্তানী মেয়েকে বিয়ে করেছি, আল্‌হামদুলিল্লাহ্, এখন বেশ ভালই কাটছে।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনার শিক্ষা এবং পেশা সম্পর্কে কিছু বলবেন?

টম্ আহমদ ঃ ১৯৯৯ সালে ইলেক্ট্রোনিক ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর একটি চাকুরী শুরু করি। এরপর আমাকে বেলজিয়ামের নাগরিক হিসাবে এক বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়। পরে আমি কম্পিউটার ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। ১৯৯৪ সাল থেকে নিজেই একটি কোম্পানী খুলে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করি এবং সেটাই এখনও করে চলেছি। আমার কাজের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে- কম্পিউটার নির্মাণের কাঠামোগত নক্‌শা প্রণয়ন এবং ইন্টারনেটের নিরাপত্তা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন। এ কোম্পানী পরিচালনাতেই আমার অধিকাংশ সময় চলে যায়। বাকি সময় আমার ধর্ম আর আমার পরিবারকে নিয়ে কাটাই।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আহমদী হওয়ার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন ছিল?

টম আহমদ ঃ ক্যাথোলিকদের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়া হয় না। ফলে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা জগৎ যা জানে আমারও তা-ই ধারণা ছিল। আর তা হ'ল ঃ "ইসলাম একটি সন্ত্রাসী এবং জবরদস্তিমূলক ধর্ম, মুসলমানগণ বাধ্য করেছে তাই তারা মুসলমান।"

পাক্ষিক আহমদী ঃ কিভাবে আপনি আহমদীয়ত সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কখন আপনি আহমদীয়ত গ্রহণ করেন?

টম আহমদ ঃ ২০০১ সালের ২৬শে জুলাই আমি আহমদীয়ত গ্রহণ করি। আমার ১২ বছর বয়স থেকেই আমি ধর্মের উপর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। মানব সন্তানদের জন্মগতভাবে (আদি পাপ) পাপী হওয়া, খোদার পুত্র খোদা হওয়া আর তিন খোদার বিষয়টি কখনই আমি বুঝে উঠতে পারি নি। জীবনের বিভিন্ন উত্থান-পতনে আমি বার বার আধ্যাত্মিক খাদ্যের সন্ধানে থেকেছি আমার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের প্রত্যাশায়।

আমার বয়াত নেয়ার দু'বছর আগে আমি আমার এক ক্রেতার জন্য কাজ করছিলাম কয়েকজন মুসলমানকে সংগে নিয়ে। তারাই প্রথমে আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়। তাদের একজন ইসলাম সম্পর্কে আমাকে যা বলে তা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। তাই আমি এ ধর্ম সম্বন্ধে ভালভাবে জানার জন্য ইন্টারনেটের সাহায্য নিলাম। আমি জেনে অবাক হলাম যে, ধর্মের ক্রম বিকাশের ধারায় ইসলাম অনেক বেশি অগ্রগামী। আমি আরও আশ্চর্য হলাম এটা দেখে যে, এত বছর পরও পবিত্র কুরআন এখনও একটি অত্যাধুনিক পুস্তক। যে সত্য এর মাঝে রয়েছে তা সার্বজনীন। এর কিছুদিন পর একটি বিরোধী ওয়েব্ সাইটের মাধ্যমে আহমদীয়ত সম্পর্কে জানতে পারি। আহমদীয়তকে আমি এজন্যে খুঁজছিলাম যে, আমার এটা বোধগম্য হত না যে,

মুসলমানেরা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা না করে আরেকটা মুসলিম সম্প্রদায়কে বদনাম করার জন্য এত শক্তি কেন ব্যয় করছে। এ চিন্তাই আমাকে আহমদীয়তের প্রতি আকৃষ্ট করে। তখন আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে আহমদীয়া ওয়েবসাইটে গিয়ে পড়াশুনা শুরু করি। এখান থেকেই আমি ব্রাসেলস শহরের আহমদীয়া সেন্টারের ঠিকানা পাই। এরপর আহমদীয়া সেন্টারে গিয়ে মুরব্বী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। তার কাছ থেকে আমার সমস্ত প্রশ্নের যুক্তিসংগত উত্তর পাই। প্রত্যেকটা উত্তরই ছিল যুক্তি আর প্রমাণে ভরপুর। আর এটাই শেষ পর্যন্ত আমাকে সন্দেহাতীতভাবে এটা মানতে বাধ্য করেছে যে, আহমদীয়তই একমাত্র সত্য ইসলাম এবং এটাই আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে একমাত্র সত্য ধর্ম।

পাক্ষিক আহমদী ঃ ইসলাম আপনার জীবন ধারায় কী ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করেছে?

টম আহমদ ঃ আমি ধূমপান ত্যাগ করেছি, মদ্য পানকে ছেড়েছি এবং এখন আমি আমার প্রত্যেকটা কাজ করার আগে ভেবে নেই যেন এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। আমি যথা সম্ভব চেষ্টা করি ক্লাব বা বারে (মদের দোকান) না গিয়ে নিজের বেশি থেকে বেশি ধর্মের জন্য যাতে ব্যয় করতে পারি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনার ইসলাম গ্রহণের ফলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে?

টম আহমদ ঃ আমার আশে-পাশের প্রায় প্রত্যেকে জানে আমি একজন মুসলমান। অবশ্যই তারা আমাকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করেন তবে আমার কাছে সেগুলো কোন গুরুত্ব রাখে না। আমার চারপাশের লোকজন অন্তত এ দিক থেকে প্রভাবান্বিত হয়েছে যে, আমি সিগারেট এবং মদ দু'টোই ছেড়ে দিয়েছি। আমি ধূমপানে অসম্ভব রকম অভ্যস্ত ছিলাম। প্রথমে তারা ভেবেছিল আমি সফল হতে পারব না; কিন্তু আমি যে পেরেছি তা এখন তাদের কাছে প্রমাণিত। মুসলমান হওয়ার পর আমার পিতা-মাতাই আমার জন্য সবচাইতে বড় সমস্যা ছিলেন। বয়াত গ্রহণের মাস খানেক পর তাদেরকে আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাই। এর ঠিক মাস খানেক পরেই ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে নিউইয়র্কে সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী হামলা হয়। এর ফলে আমাকে অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এর জবাব দেয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারা আমাকে বলেন- "এখনও কি তোমার বুঝতে বাকী আছে যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ একটি ভুল ছিল।" বর্তমানে অবশ্য তারা আমার মুসলমান হওয়ার বিষয়টা মেনে নিয়েছেন। আমার বৌভাতের গ্রোগ্রামে তারা আমাদের এ আহমদীয়া মিশন হাউসেও এসেছেন। মনে হয় আমার বিয়েটাই তাদের এ ঘটনাটি মেনে নিতে সাহায্য করেছে যে, আমি সত্যিকার অর্থেই মুসলমান হয়েছি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক হিজরত আপনি করেছেন তাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

টম আহমদ ঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ আমাকে শুধু সত্য ধর্ম গ্রহণই নিশ্চিত করে নি বরং এর ফলে আমি অনেক ভাল মানুষদের সন্ধান পেয়েছি। এরা এখন আমার খুব ভাল বন্ধু। আমরা চারপাশের আহমদীদেরকে দেখে সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি কেননা ইতিপূর্বে আমার অন্য ধরনের বন্ধু মহলও ছিল। এখানে কোন মিথ্যে নেই, ভর্ৎসনা নেই, নেই কোন ঝগড়া-ঝাটি। জেনে-শুনে কেউ কাউকে কোন আঘাত করে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে- **এন. এ. শামীম আহমদ**
বেলজিয়াম

কবিতা

শহীদ শাহ্ আলম স্মরণে

৩১ অক্টোবর, ২০০৩ ইং তারিখ
উষ্ণ দ্বিপ্রহর রঘুনাথপুর বাগ এ
এক ঝাঁক শকুনের রক্ত নেশায় পথচলা
স্তব্ধ হয়ে যায় ছুটে চলা সমীরণ
স্তম্ভিত অরণ্যরাজ্য, নিথর গাঁয়ের বাঁকা পথগুলো,
অসাড় সারাটা আকাশ, বিস্ময়ে হতবাক পৃথিবী।
মুহূর্তে হানা দেয় গৃধ্রের দল।
শান্তির বীজ বপনে ব্যাকুল
শাহ্ আলম, আতিয়ার, আবুল বাশার
ভীরুতা পিছনে ফেলে এ পৃথিবীর
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মুহুর্মুহু দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষিত
আল্লাহ্ রসূল (সঃ) ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জয়।
গৃধ্রের খড়্গধার বিষতীক্ষ্ণ দু'চঞ্চুর কুটিল হিংস্রতায়
মাটিতে লুটায় ইমাম শাহ্ আলম।
স্নায়ুতে স্নায়ুতে শহীদী চেতনার বিদ্যুৎ বিকাশ
হৃদয়ে ঐশী-প্রেমের তরঙ্গিত জোয়ার
জেগেছে উদ্যম, ভয় নেই কো আর
মিথ্যাকে দেবে না সত্যের টুটি চেপে ধরতে
শহীদের রক্তে ধুয়ে যাবে মিথ্যার জঞ্জাল
কেটে যাবে অন্ধকার, উজ্জ্বল রৌদ্র
ছড়িয়ে পড়বে বহুদূর বহুদূর।
ঐশী-প্রেমে আপ্লুত শহীদ শাহ্ আলম
আজিকার শত ফিরকা ইসলামের
পরিশোধিত ও পরিমার্জিত, পূত ও কল্যাণের
শুভ ও সুন্দরের পরিশ্রুত যে পবিত্র রূপান্তর
আহমদীয়ত তথা মানবিকতা, পরার্থতা ও
মনুষ্যত্বের মশালটিকে নিভে যেতে দেন নি
অক্ষুণ্ন রেখে গেলেন বুকের তাজা রক্ত দিয়ে
এ রক্ত যেন ঐশী-প্রেমের বর্ষণ
এ রক্ত বুনে যাবে অসংখ্য নতুন জীবন
রক্ত মাখা লাল টুপি, পাঞ্জাবী
এ যেন বিধাতার আঁকা বিজয়ের প্রগাঢ় চিহ্ন।
নৈসর্গিক এ শ্যামলিমায় অমর হয়ে রবে
শহীদ শাহ্ আলম॥

- **নাসের আহমদ আনসারী**

হানীফ কোরেশী

[বয়াত ঃ ১৯১৪ইং,
দেশ ঃ আজাদ কাশ্মীর, মীরপুর
ওফাত ঃ ১৯৮৩ইং, ৮৩ বছর]

হানীফ কোরেশী কাশ্মিরী,
এক মর্দে ময়দান
হানীফের মতই ছিলেন,
এক বীর পাহলোয়ান।
আহমদীয়ত প্রচারে উৎসর্গ
ক'রে দিয়েছিলেন নিজ প্রাণ।
কোথায় সেই ..... সত্যদ্রষ্ট প্রাণ।

সি পি, বিহার, উড়িষ্যা,
বাংলাদেশ জুড়ে,
বাই-সাইকেলে ঘুরেছেন
মাহ্দীর বারতা নিয়ে
নারায়ে তাক্বীর, আল্লাহু আকবার,
ছিল তাঁর বুলন্দ শ্লোগান।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

কটিয়াদীর অদূরে বৈড়াগীর চরে,
আবদুস সালাম পীর,
মাহ্দীর পয়গাম নিয়ে হলেন
তার বাড়িতে হাজির।
সাথে ছিলেন মুন্সী ইব্রাহীম,
আরো কতিপয় আহমদী জোয়ান।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

পীরের এক আলীম পুত্র
উঠিয়ে তার ডান পা
বলল, "লাথি খাইবার আগে
তুই দূর হয়ে যা"।
পীর সাহেব দেখেও রইলেন
একেবারে নির্বাক নিষ্প্রাণ।
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

অচিরে তার ডান পা
হলো পক্ষাঘাতে অচল।
বিছানায় প্রস্রাব পায়খানা
শেষে তুলল সে পটল।
খোদার অলির সাথে দুর্ব্যবহারে,
ইহাই প্রতিদান।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

জিহাদে কবিরে, বরিশাল হ'তে
তিরিশ মাইল দূরে,
শেরওয়ানী গায়, পাগড়ী শিরে,
সামনে পতাকা উড়ে।
গরুর গাড়ীতে কতিপয় মহিলা
হচ্ছিল আগুয়ান।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

শুনি তাঁর নারা, দেখি
পতাকা, শেরওয়ানী, পাগড়ী
ভয়ার্ত মহিলারা দৌড়াতে লাগল
গ্রাম পানে চিৎকারি।
তিনিও চিৎকারি বুঝাতে
চাইলেন তাদের
দিল না তারা কান
কোথায় ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

লাঠি সোটা নিয়ে গ্রামবাসী
আসতে লাগল দৌড়ে,
ডাকতে লাগলেন সংগোপনে,
"হে খোদা, বাঁচাও মোরে।"

এক ইংরাজ সি এস পি. জিলা অফিসার
হঠাৎ এসে গাড়ী দন্ডায়মান।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

কোরেশী সাহেব বুঝিয়ে তাঁকে,
বললেন, তাঁর মিশন।
"এ নিয়ে শোরগোল" বলি'
জনতার দিকে তাকান।
এ ডি সি কে দেখে জনতা
ভয়ে দিল পিছু পানে টান।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

গ্রাম্য চৌকিদার ছিল তথা,
বললেন, তাকে ডাকিয়ে।
"খানিক পরেই বরিশালের বাস
যাবে এ পথ দিয়ে।
বাস না আসা তক্, এ পথে
থাকবে অপেক্ষামান।"
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

"থামিয়ে বাস চালককে মোর
এ হুকুম শোনাবে,
তাঁকে সাইকেলসহ
বরিশাল পৌঁছিয়ে দিবে।"
তখন সন্ধ্যা ঘনায়মান
বিশ্বাসীকে খোদা এভাবেই বাঁচান।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

একজনকে পৌঁছালে মাহ্দীর
বারতা এক সফরে।
"মাহ্দী হবে ইমাম হানীফ"
বলে সে দম্ভ ভরে।
ঘোড়ায় চড়ি' কাহাফে কাশ্মীর
হতে চালাবেন অভিযান।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

"ঠিক বলেছেন কি"? বলেন তিনি,
"বলেন ফের ভাই"
আরো জোরে জোরে বলল, সে
"যা বলেছি সত্য ইহাই"।
বললেন- "আমিই সেই হানীফ
কাশ্মীরে মোর বাসস্থান
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

"সেখান থেকে হয়েছি বাহির
পৌঁছাব এ পয়গাম।"
"আবির্ভূত হয়েছেন মাহ্দী ইমাম
মসীহে যামান"।
"মোর নাম-ধাম বহন করে
এ ছাতা ও নিশান"।
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

হতভম্ব সেই ব্যক্তি
ফুটল না বাক্য মুখে,
এভাবেই খোদা সহায়তা করেছেন
তাঁকে কতবার সুখে-দুঃখে।

জিহাদে কবীরে বের হয়ে কে
আছে দেখে নি নিশান?
কোথায় সেই ... সত্যদ্রষ্টা প্রাণ।

- মির্যা আলী আকন্দ

শোক সংবাদ

চরদুখীয়া জামাতের সদস্য আব্দুল মান্নান মুন্সী সাহেব ঢাকায় অবস্থান করেন। প্রয়োজনীয় কাজের জন্য গত ২৮-১-০৪ইং তারিখে তিনি চরদুখীয়া আসেন। গত ০১-০২-০৪ইং তারিখে মসজিদে ব্যক্তিগত তাহাজ্জুদ নামায বা-জামাত ফজর নামায আদায়ের পর খাকসার এবং উপস্থিত মুসল্লির দোয়ার মাধ্যমে তাঁকে বিদায় দেই। তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সকাল সাড়ে ৯টায় খবর আসে তিনি লঞ্চঘাটে স্ট্রোক করেন। ঘাটের লোকজন তাঁকে পার্শ্ববর্তী আলগী সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ... রাজেউন)।

মরহুম আব্দুল মান্নান সাহেব একজন ন্যায় নিষ্ঠাবান নামাযগুযার এবং নিয়মিত চাঁদাদাতা ছিলেন। মরহুমের মৃত্যুতে চরদুখীয়া জামাতের সকল সদস্য-সদস্যা শোকার্ত। মরহুমের পরিবারকে আল্লাহ্তাআলা যেন সাব্রে জামিল দান করেন। তার রূহের মাগফিরাতের জন্য বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

- এস. এম. মাহমুদুল হক
মোয়াল্লেম

অত্যন্ত সফলতার সাথে কাদিয়ানের ১১২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ কৃপায় কাদিয়ান দারুল আমানের ১১২তম সালানা জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। গত ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৩ কাদিয়ানে এ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসার কার্যক্রম শুরু হয় ২৬ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টা হতে। প্রথমে আহমদীয়া জামাতের পতাকা উত্তোলন করেন জনাব মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব, নায়ের আলা ও আমীর জামাতে আহমদীয়া, কাদিয়ান।

পতাকা উত্তোলনের পর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করে বক্তৃতার পর্ব শুরু হয়। উক্ত অধিবেশন ১২.৩০ মিঃ পর্যন্ত চলে। জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় দুপুর ২.৩০ মিঃ হতে। প্রথমে কুরআন পাঠের মাধ্যমে এ অধিবেশন শুরু হয়। শেষ হয় বিকাল ৪.৩০ মিঃ। বাদ মাগরিব ও ইশা হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় জলসা গাহে। এতে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হন।

২৭ তারিখ জলসার দ্বিতীয় দিন সকাল ১০ হতে শুরু। প্রথমেই পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে। এ অধিবেশনে সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব, আমীর কাদিয়ান, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। এমটিএ এর কল্যাণ সম্পর্কে গুরুত্ব পূর্ণ বক্তব্য রাখেন জনাব সিরাজ আহমদ সাহেব, নায়েব সদর ভারত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া। উক্ত অধিবেশ শেষ হয় দুপুর ১টায়।

উক্ত দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় দুপুর ২.৩০ মিঃ হতে কুরআন পাঠ নযমের মাধমে। এতে হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ)-এর সময়কালের কার্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন জনাব মওলানা মুনির আহমদ খাদেম, নায়েব নাযের নাশরো ইশায়াত, কাদিয়ান। উক্ত অধিবেশন সমাপ্ত হয় বিকাল ৪.৪০ মিঃ। বাদ মাগরিব হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) -এর বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক ঘন্টার একটি ডকুমেন্টারী টি.ভিতে দেখান হয়। এটি এমটিএ কাদিয়ানের পরিবেশনা।

২৮/১২/০৩ জলসার তৃতীয় এবং শেষ দিন। ১ম অধিবেশ শুরু হয় সকাল ১০টায় কুরআন পাঠ ও নযমের বিভিন্ন বক্তৃতা হয়। এ অধিবেশন শেষ হয় দুপুর ১২ টায়।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বাদ যুহর ও আসর নামায হতে কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে। উক্ত অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের বিভিন্ন নেতা বক্তব্য রাখেন। এতে পাঞ্জাবের দু'জন মন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। শিখ নেতা ও হিন্দু নেতা বক্তব্য রাখেন। অমুতসরের এমপি R. L ভাটিয়া বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন ৩.৩০ মিঃ পর্যন্ত। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আইঃ) লন্ডন থেকে উক্ত জলসার সমাপ্তি বক্তব্য পেশ করেন এবং দোয়া করান। এ দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসার সমাপ্তি হয়। হুযুর (আইঃ)-এর উক্ত বক্তৃতা সরাসরি এমটিএ তে প্রচার হয় এবং ১৫ হতে ২০টি টি.ভি-র মাধ্যমে এ বক্তব্য দেখানো হয়। হাজার হাজার অ-আহমদীও এতে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, উক্ত জলসার খবর সেখানকার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন টি.ভি চ্যানেলগুলোতেও দেখানো হয়। বিভিন্ন পত্রিকার খবরে জানা যায় জলসায় উপস্থিতি ৬০ হাজার। উক্ত জলসায় ২৩টি দেশ থেকে ৬৩৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হোন। দেশগুলে হলো ১। ইউ. কে. ২। জার্মান ৩। বাংলাদেশ ৪। পাকিস্তান ৫। আমেরিকা ৬। সিঙ্গাপুর ৭। মরিসাস ৮। শ্রীলঙ্কা ৯। গ্রীস ১০। বেনীন ১১। ইউ. এ. ই. ১২। নেপাল ১৩। ভুটান ১৪। ঘানা ১৫। ফিজি ১৬। বেলজিয়াম ১৭। ইন্দোনেশিয়া ১৮। তানজানিয়া ১৯। হল্যান্ড ২০। গিয়ানা ২১। স্পেন ২২। মালয়েশিয়া ও ২৩। কোরিয়া।

জলসার বক্তব্য বিভিন্ন ভাষাভাষীদের জন্য ৬টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এতে রয়েছে ১। ইংরেজী ২। তামিল ৩। বাংলা ৪। কানাডিয়ান ৫। মালোয়ানী ৬। তেলেগু। উক্ত জলসায় কাশ্মীর থেকে ৪০টি বাস রিজার্ভ করে আহমদীরা আসেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতিসহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ জলসা উপলক্ষ্যে বাণী পাঠান।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

জলসায় যোগদানকারীদের মধ্যে বাংলাদেশী আহমদীদের কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে

আহমদীয়া জামাতের ৮০তম জলসা সালানা -২০০৪ অভূতপূর্ব সাফল্যের সাথে সম্পন্ন

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে বাংলাদেশ জামাতের ৩ দিনব্যাপী ৮০তম সালানা জলসা বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা, ভাবগম্ভীর পরিবেশে রব্বুল আলামীনের কাছে বিনীত দোয়ার মাধ্যমে ১৮ জানুয়ারী, ২০০৪ শেষ হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

অনেক বাধা-বিপত্তি ও এক শ্রেণীর উগ্র মোল্লা-মৌলবীর কঠোর বিরোধিতা এবং আহমদীয়া জামাতের প্রকাশিত পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করার সরকারী ঘোষণার প্রেক্ষাপটে এ জলসাটি সার্বিকভাবে সফল হয়েছে। প্রায় ৩ হাজার প্রতিনিধি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলের নৈতিকবল ও উৎসাহ ছিলো অতি উচ্চ পর্যায়ের। এ জলসা উপলক্ষে হুযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আইঃ) এক নসীহতমূলক বাণীও প্রেরণ করেন।

ওয়াকিলুততবশীর নওয়াব মনসুর আহমদ খান হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আইঃ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে এ জলসায় যোগদান করেছেন। ইউ এস এ জামাতের ভ্রাতা যিন্দা মাহমুদ বাজওয়া ও ভ্রাতা হাসান হাকীম এবং রাওয়ালপিন্ডির এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবও এ জলসায় যোগদান করেন। ভ্রাতা হাসান হাকীম জাইয়্যান জামাতের প্রেসিডেন্ট। এসব কারণে এবারকার জলসা যে ঐতিহাসিক রূপ লাভ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৬ই জানুয়ারী জুমুআর নামাযের পর উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। এ অধিবেশনটি ছিলো স্মরণীয়। প্রায় ১০ /১২ জন অতিথি এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে জামাতের এ সংকটকালে জামাতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা আহমদী জামাতের প্রকাশনার ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জ্ঞাপন করে অবিলম্বে তা তুলে নেয়ার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তারা জানান, কারো স্বার্থে নয় তাদের নিজেদের গরজেই তাঁরা এখানে এসেছেন এবং একাত্মতা ঘোষণা করছেন। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ সোসালিষ্ট পার্টির সভাপতি মাঈনুদ্দীন খান বাদল, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও হিউম্যান রাইটস্‌ কর্মী কে, এম, সোবহান, লেখক-সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর, ইউনিভার্সিটি অব ঢাকার ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী নজরুল ইসলাম এবং হিউম্যান রাইটস্‌ কর্মী ব্যারিস্টার সারা হুসায়েন, ডঃ ফস্টিনা পেরেরা ও এডভোকেট সুলতানা কামাল তাঁদের অন্যতম।

আমেরিকা জামাতের ভ্রাতা যেড, এম বাজওয়া ও ভ্রাতা হাসান হাকীম বাংলাদেশ জামাতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, বিশ্বের প্রায় ১৮০টি রাষ্ট্রের প্রায় ২০ কোটি আহমদী বাংলাদেশে নির্যাতিত আহমদী ভাইদের দোয়া ও সমর্থনে এগিয়ে আসছেন। ভ্রাতা হাকীম আমেরিকার তথাকথিত এলীয় নবী আলেকজান্ডার ডুই-এর ব্যাপারে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রসঙ্গে অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

এ তিন দিনের জলসায় যাঁরা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন ঃ মোকাররম নওয়াব মনসুর আহমদ খান, ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্‌শের উর রহমান, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ আলহাজ ডাঃ তারেক সাইফুল ইসলাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, মুরুব্বীয়ানে সিলসিলাহ্‌ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ, মাওলানা বশীরুর রহমান প্রমুখ। বিষয়বস্তু ছিলো ঃ খিলাফতে আহমদীয়া, খাতামান্নবীঈন (সঃ) ও আহমদী জামাত, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম, ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা, ইসলামে আর্থিক কুরবানী, ইসলামে নারীর স্থান ও মর্যাদা ইত্যাদি।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আহমদনগর জামাতের প্রবীণ আহমদী জনাব আব্দুল হাই মুন্সী গত ০৮/০২/০৪ইং রোজ রবিবার রাত ১০.৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)।

মরহুম ব্যক্তিগত জীবনে একজন খুব সহজ সরল ও ভাল আহমদী ছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৮১ (একাশি) বছর। মৃত্যুকালে মরহুম ৮ ছেলে, ৩ মেয়ে ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। আমি সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট আমার মরহুম পিতার মাগফিরাত ও তাঁর পরিবারের সাব্‌রে জমীলের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

-নওশাদ আহমদ
জুনিয়র মুবাশ্বের মুরব্বী (শিক্ষানবীশ)

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP

Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit.

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆13-15th Issue

February 15, 2004 ◆Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 3

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION		105° EAST
FREQ	-	3760
S.RATE	-	26000
SEC	-	AUTO
POL	-	HORIZONTAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com